

কোডারমা ঃ করোনার সংকেত নিয়ে সতর্ক স্বাস্থ্য বিভাগ, জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে করা হয় মক



সন্দীপ মুখার্জী
কোডারমা। দেশে ও বিশ্বে আব্যারো করোনার ধাক্কা মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। একই সঙ্গে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ ইতোমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করেছে। জেলা প্রশাসক আদিত্য রঞ্জনের নির্দেশনার আলোকে করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গৃহীত প্রস্তুতির মক ড্রিল সোমবার ডিসির উপস্থিতিতে করা হয়। কোডারমা সদর হাসপাতালে আয়োজিত মক ড্রিলের আওতায় কিভাবে রোগীকে নিয়ে আসা যায় এবং তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক চিকিৎসা করা যায় তার ওপর রিহাসল করা হয়। এর আওতায় অ্যান্থুলসের মাধ্যমে করোনা আক্রান্ত রোগীর আগমন থেকে শুরু করে হাসপাতাল প্রান্ত্রে ডেডিকেটেড কোভিড ওয়ার্ডে রোগী ভর্তি ও তার চিকিৎসা। পিপিই কিট দিয়ে সংজ্ঞিত স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা করোনা আক্রান্ত রোগীকে তার বাড়ি থেকে অ্যান্থুলসেে করে হাসপাতালে নিয়ে আসা এবং রোগীকে ভর্তি থেকে চিকিৎসা শুরু করার জন্য ছিল এই মক ড্রিল পরিচালনা, করোনা থেকে পার পেতেই হাসপাতালে দুটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। ডিসি আদিত্য রঞ্জন জানান, করোনার সংকেত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সব জেলায় সংক্রমণ বাড়ার বিষয়ে সতর্ক থাকতে নির্দেশনার আলোকে মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং সোমবার সফলভাবে মক ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সময়ে, করোনা সংক্রমণের সন্দেহভাজন ব্যক্তির ট্র্যাকিং, ট্রেসিং এবং চিকিৎসার্টি মক ড্রিলের মাধ্যমে করা হয়। তিনি বলেন যে খুব শীঘ্রই এনটিপিসিআরএর মাধ্যমে এখন কয়েক দিন পরে কোডারমাতেও তদন্ত করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডাঃ অনিল কুমার, ডিএস ডাঃ মনোজ কুমার, ডিপিএম মহেশ কুমার।

বিভিন্ন দাবিতে চা বাগানে
গেট মিটিং করলো তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন
আলিপুরদুয়ার ঃ বিভিন্ন দাবিতে বুধবার কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া চা বাগানে গেট মিটিং করলো তৃণমূল চা বাগান

শ্রমিক ইউনিয়ন।বুধবার সকালে দলসিংপাড়া চা বাগানের ফ্যাক্টরির সামনে বিভিন্ন দাবিতে গেট মিটিং এ সামিল হয় বাগানের শ্রমিকরা।তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বুরা জানান বর্তমানে দলসিংপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে। শ্রমিকরা মৃত্যু হলে তার পরিবারের সদস্যরা চাকরি পাচ্ছেনা,যেখানে শ্রমিক মৃত্যু হলে তিন দিনের মধ্যে তার পরিবারের একজনকে তার পরিবর্তে কাজ দেওয়ার কথা সেখানে দীর্ঘ বহু মাস ধরে কাজ মিলছেন। দলসিংপাড়া চা বাগানে এমন ৬৫ জন রয়েছে।এছাড়াও যে সমস্ত শ্রমিক অবসর নিচ্ছে তাদের প্রাপ্য মিলছেন। অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা দীর্ঘ বহু বছর ধরে গ্র্যাটুইটি পাচ্ছেনা।

চোপড়া গুলি কাণ্ডে

গ্রেফতার আরও ৩ জন

উত্তর দিনাজপুর ঃ চোপড়া গুলি কান্ডের ঘটনায় আরও তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল চোপড়া থানার পুলিশ। পুলিশ বুধবার অভিযুক্তদের ইসলামপুর আদালতে তুললে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশে দিল ইসলামপুর মহকুমা আদালত। ধৃত অভিযুক্তরা হলেন মহম্মদ সাজিদ আকতার,, জাকির হসেন,, ও আব্দুল সালাম। উল্লেখ্য গত ৩০ শে মার্চ বৃহস্পতিবার চোপড়া থানার দিঘাবানা এলাকায় প্রাণী বাছাই কে কেন্দ্র করে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ফয়জুল রহমান ও হাসু মহম্মদ নামে এই দুই তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠে চোপড়া থানার দিঘাবানা এলাকা।। অভিযুক্তদের জালিয়ে চলে অবরোধ, বিক্ষোভ।। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়ে ছিল এলাকায়।। সেই ঘটনায় নাম জড়িয়ে ছিল এই জন সহ আরও বেশ কয়েকজনের।। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে মঙ্গলবার এই জনকে গ্রেফতার করে বুধবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতের কাছে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের জন্য আর্জি জানানো হলে আদালত অভিযুক্তদের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয়।। বাকিদের শোঁজ চলছে বলে

করছে আর তাকে চোর চোর বলা হচ্ছে। এ সংবিধানিক কিনা তা আপনারা বলবেন। যারা চোর বলছেন তারা মমতা ব্যানার্জি সুবিধা নিচ্ছেন কিভাবে। কংগ্রেস কর্মীদের মারধোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কংগ্রেস কর্মী কি মালদা জেলায় আছে। যে তাদের মারধর করতে পারে। এটা বানিয়ে বলছি যাতে খবরের পর্দায় আসতে পারে।

আগামী চার বছর ট্রেড লাইসেন্স ফি আর বর্ধিত হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছে কোচবিহার পুসতা
কোচবিহার ঃ ট্রেড লাইসেন্স ফ্রি কমানোর দাবিতে দিনহাটা পুর কর্তৃপক্ষের দারস্থ হল ব্যবসায়ীরা। দিনহাটার দুইটি ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে দিনহাটা পৌরসভার চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করে তার কাছে অতিরিক্ত ফি বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে অবগত করেন। দুই ব্যবসায়ী সমিতি বিষয়টি নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়। দুই ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে এদিন পুরো কনট্রাক্টর কাছে ট্রেড লাইসেন্স ফি কমানোর দাবিতে পুরো কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা কালে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী, মানিক বৈদ, ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক উৎপলেন্দু রায় প্রমুখ। মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী, ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির উৎপলেন্দু রায় বলেন, ট্রেড লাইসেন্স ফি অতিরিক্ত করা নিয়ে এদিন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। পুর কর্তৃপক্ষ সংগঠনের দাবি নিয়ে সৃষ্ট আলোচনার মধ্যে দিয়েই প্রয়োজনের পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি আগামী চার বছর ট্রেড লাইসেন্স ফি আর বর্ধিত হবে না বলে অসম্ভ করেছেন।

জমি বিবাদ দীর্ঘদিনের, দুই পরিবারের সংঘর্ষ
উভয় পক্ষের জখম ৭ জন মালদাঃ—হাসুয়া উচিয়ে তারা, বসত ঘেঁটে দখলকে কেন্দ্র কেন্দ্র করে দুই পরিবারের সংঘর্ষ। লাঠিসটা ও এলোপাথাড়ি হামলায় উভয় পক্ষের জখম ৭ জন।জখমরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।এই ঘটনায় তেতে উঠে মালদহের চাঁচল থানার সূতি এলাকা। সংঘর্ষের ঘটনায় দুই পক্ষের তরফে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,সূতি এলাকার বাসিন্দা আঞ্জুরা বিবি ও সাফি চৌধুরীর জমি বিবাদ দীর্ঘদিনের। গতকাল রাতে আঞ্জুরার ভিটায় জোরপূর্বক ভাবে দখল করার চেষ্টা করে সাফি চৌধুরী ও সাতানু চৌধুরী বলে অভিযোগ। ঘটনায় সাফি ও সাতানু হাসুয়া নিয়ে আঞ্জুরা বিবি সহ তার স্বামী ও ছেলের উপর চড়াও হয়। হাসুয়ার এলোপাথাড়ি কোপে গুরুতর ভাবে যখম হন আঞ্জুরা বিবি সহ তার ছেলে ও স্বামী। গ্রামবাসী তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে চাঁচল সূপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তারা। অন্য দিকে পাল্টা সাতানু ও এবং সফিক চৌধুরীর পরিবার কে মারধর ও অভিযোগ উঠেছে আঞ্জুরা বিবি সহ তার পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনায় সাফি ও সাতানু চৌধুরীর মাথা কাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে তাদের, গুরুতর জখম অবস্থায় দুই পক্ষই চাঁচল সূপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এই ঘটনার পরেই দুই পক্ষই চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন । অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন মালদহের চাঁচল থানার।পুলিশ।

দুয়ারে সরকার শিবিরে পরিমর্শনে আসলেন পি মোহন গান্ধী, মালদা জেলাশাসক ও বিডিও
মালদাঃ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চালু হয়েছে দুয়ারে সরকার শিবির। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প গুলি সাধারণ মানুষদের কাছে পৌঁছে দিতে বুধে বুধে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প শুরু হয়েছে । সেই মতো অবস্থায় হবিবপুর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে বুধবার হবিবপুর ব্লকের জাইল অঞ্চলের মানিকোড়া হাই স্কুলের ও কানর্তুকা অঞ্চের কানর্তুকা বুনিমাদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পে পরিষেবা নিয়ে বসেছে দুয়ারে সরকার। এই দুয়ারে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প জয় জোহার, কৃষক বন্ধু, খাদ্য সাধী, স্বাস্থ্য সাধী, লক্ষী ভান্ডার সহ বিভিন্ন পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে এই দুয়ারে সরকারে আবেদন করতে পারবেন। তাই এদিন এই দুয়ারে সরকার শিবিরে পরিদর্শনে আসলেন রাজ্য তরফে আসলেন পি মোহন গান্ধী, মালদা জেলাশাসক নিতীন সিংঘানিয়া ,হবিবপুর ব্লকের বিডিও সুপ্রতিক সাহা সহ জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা । জেলা শাসক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন এখন পর্যন্ত জেলায় বিভিন্ন জায়গায় দুয়ারে সরকার শিবির চলছে।এদিন এ দুয়ারে সরকার শিবিরে জেলা

জেলাশাসক মহিলাদের হাতে বিভিন্ন প্রকল্পের সংস্কার পত্র তুলে দেন।এছাড়াও কোন সমস্যা হচ্ছে মানুষের কাছে শুনেন।

ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুতে

এলাকায় চাঞ্চল্য

শিলিগুড়ি ঃ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহাতী এক ছাত্রী।ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল ফাঁসিদেওয়ার দুধখাওয়াগছ এলাকায়।মৃতার নাম আলোমা খাতুন(১৭)।মৃতা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে।জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ব্যাঙ্কে গিয়েছিল আলোমা।এরপর মামাবাড়ি ঘুরে এসে রাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহাতী হয় সোখবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

১০০ দিনের কাজ করেও

বছর পেরিয়ে গেলেও মেলে

নি পারিশ্রমিক

মালদা ঃ কেন্দ্র সরকারের এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পে ১০০ দিনের কাজ করেও বছর পেরিয়ে গেলেও মেলে নি পারিশ্রমিক। যার ফলে আদিবাসী গ্রাম থেকে অন্যান্য গ্রামীণ এলাকায় জব কার্ডধারী শ্রমিকদের মধ্যে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। ১০০ দিন কাজ প্রকল্পের মাটি কাটার কাজ করে কেন শ্রমিকদের মজুরি দেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়েও ক্ষোভে ফুঁসছে পুরাতন মালদা ব্লকের আদিবাসী অধ্যুষিত ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অসংখ্য জব কার্ডধারীরা । আর এই ১০০ দিন কাজ প্রকল্পের পাওনা টাকা নিয়েই এখন শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

যদিও তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মুগালিনী মন্ডল মাইতি’র অভিযোগ, গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কেন্দ্র সরকার বাংলাকে ১০০ দিন কাজ প্রকল্পের টাকা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে । এই দ্বিচারিতা মেনে নেওয়া যায় না। যেভাবে শ্রমিকেরা ১০০ দিন কাজ প্রকল্পে নিজেদের শ্রম আটকে রেখেছে, সে ক্ষেত্রে তারা বিজেপির কেন্দ্র সরকার শ্রমিকের টাকা নিয়েও রাজনীতি করছে বলে আমরা মনে করছি। যদিও তৃণমুলের এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে পুরাতন মালদার বিজেপি দলের বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা। তিনি বলেন, মালদায় ১০০ দিন কাজ প্রকল্প নিয়ে যে পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে, তা বারার অপেক্ষা রাখে না। প্রকল্পটি কেন্দ্র সরকারের এটা ঠিক। কিন্তু সাধারণ জব কার্ড ধারীদের কাছে টাকা পৌঁছাচ্ছে না, দুর্নীতি করা হচ্ছে । কেন্দ্র থেকে এর আগেও তদন্তকারী দল এসেছিল। তারা সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেছিলেন। যার কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে।

হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে কোচবিহারে বর্ণাঢ্য

শোভাযাত্রার আয়োজন

কোচবিহার ঃ রাম নবমীর শোভাযাত্রায় হামলার ঘটনার পর হনুমান জয়ন্তী নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। শেষপর্যন্ত আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের পক্ষ থেকে পুলিশি নিরাপত্তায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো। শোভাযাত্রায় প্রচুর সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ মদনমোহন মন্দিরের সামন থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করার পর তুফানগঞ্জ নিউ টাউন কলেজ ময়দানে শোভাযাত্রাটি শেষ হয়।এদিন হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নকশালবাড়িতে রাস্তার কাজের শিলান্যাস

করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি

শিলিগুড়ি ঃ নকশালবাড়ির নেহাল জোতে রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।বৃহস্পতিবার নকশালবাড়ির মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নেহাল জোতে ৪০০ মিটার রাস্তার শিলান্যাস করেন সভাধিপতি।জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের আর্থিক সহযোগিতায় এই রাস্তার শিলান্যাস করা হলো। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান গৌতম ঘোষ সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা।সভাধিপতি জানান, গোটা মহকুমা জুড়ে উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। মহকুমা জুড়ে পথশ্রী ও রাস্তাশ্রীর কাজের শিলান্যাস হয়েছে। পাশাপাশি নকশালবাড়ি সহ মহকুমার বড়োবড়ো রাস্তার কাজও আগামী দিনে হবে।

ভোলানাথ পাড়ায় রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির ভোলানাথ পাড়ার একটি কেমিক্যাল কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকাই ওই কারখানাতে আগুন লেগে যায়। ঘটনার খবর দেওয়া হয় দমকলকে ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু করে। তবে যেহেতু কারখানায় আগুন লেগেছে ফলে ওই কারখানায় বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল মজুদ রাখা ছিল ফলে আগুন দ্রুততার সাথে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে।

নিরাপত্তার চাদরে NBU, বসানো হল সিসিটিভি

ক্যামেরাফ্রি ওয়াইফাহ

শিলিগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জোরগোটা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিরাপত্তার চাদরে মুড়লো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।বসানো হলো ২৬০টি সিসিটিভি ক্যামেরা।বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসিটিভি ক্যামেরা ও বিনামূল্যে ওয়াইফাই ব্যবস্থার উদ্বোধন করলেন উপাচার্য ওমপ্রকাশ মিশ্র।এতোদিন হোস্টেল ও প্রশাসনিক ভবনে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সিসিটিভি থাকলেও এবার গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচে কানাচে সিসিটিভি ক্যামেরায় মোড়া হয়েছে।পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থেকে অধ্যাপকদের সুবিধার্থে ওয়াইফাই পরিষেবা চালু করা হয়েছে।এদিন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এর দুই পরিষেবা চালু করা হয়।এই বিষয়ে উপাচার্য জানান, বিশ্ববিদ্যালয়কে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে এই পদক্ষেপ।আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানদ্রোয়ন সহ সবরকম ব্যবস্থা করা হবে।

বক্সিরহাট বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই ১৬টি দোকান!

কোচবিহার ঃ গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলো তুফানগঞ্জের বক্সিরহাট বাজারে। নিমিষেই পুড়ে ছাই ১৬টি দোকান।ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অসম ও বাংলা দুই রাজ্যর দমকলের ৬ টি ইঞ্জিন। ভিড় জমে যায় আমজনতারা। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুনে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলায় আসে বক্সিরহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও তুফানগঞ্জ ২ নং ব্লক বিডিও প্রসেনজিৎ কুন্ডু। গত দুবছর আগেও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১০০ অধিক দোকান পুড়ে ছাই হয় এই বাজারে।

কালচিনির মেচপাড়া চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

আলিপুরদুয়ার ঃকালচিনি ব্লকের মেচপাড়া চা বাগানে বনদপ্তরের পাতা খাঁচায় বৃহস্পতিবার সকালে খাঁচাবন্দি হলো একটি চিতাবাঘ।এই বিষয়ে উল্লেখ্য সম্প্রতি মেচপাড়া চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় জখম হন এক শ্রমিক।এরপর থেকে আতঙ্কে ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা।পরবর্তীতে বনদপ্তরের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের পক্ষ থেকে মেচপাড়া চা বাগানে খাঁচা বসানো হয়।অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে খাঁচাবন্দি হয়ে চিতাবাঘটি।এদিন সকালে বাগানের শ্রমিকরা খাঁচার মধ্যে চিতাবাঘটিকে দেখতে পান।এরপর খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরে।ঘটনাস্থলে বনকর্মী ও আধিকারিকরা পৌঁছে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে রাজ্যভাতখাওয়া নিয়ে যায়।

আজকের দিনটি



মেঘ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্য বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ট গ্রহের শাস্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহ্বারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লাম্ভি কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ।
ধনু -ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
পূর্ন ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সৃষ্ট ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাহ্চের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

রাম নবমী মিছিলের উপর হামলার প্রতিবাদে আলিপুরদুয়ারে বিজেপি দলীয় দফতর থেকে মিছিল

আলিপুরদুয়ার ঃ রাম নবমী মিছিলের উপর হামলার প্রতিবাদে আলিপুরদুয়ারে বিজেপি দলীয় দফতর থেকে একটি মিছিল বের করে।মিছিল কিছুটা এগোলেই কোট মোড়ে পুলিশ মিছিল আটকে দেয়।পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়।যদিও মিছিল আর এগোতে পারেনি।কোট মোড়ে বক্সাফিডার রোডে অবস্থানে বসে পড়ে বিজেপি কর্মী সমর্থক রা।বিজেপি কর্মীদের রাস্তা অবরোধে কার্যত ঃ দেখা দেয় যানজট। ঘন্টাখানেক রাস্তাতে বসে থাকেন বিজেপি কর্মীরা।পরে তারা বক্তব্য শেষ হলে নিজেরাই উঠে যায়।পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি নেতা মিঠু দাস।তিনি বলেন পুলিশ দলদাসে পরিনত হয়েছে।অনা দলকে মিছিল করলেও আটকাচ্ছে নাকিস্ত বিজেপি করলেই দোষ।তিনি শাসক দলের মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনাও করেন।

কোচবিহার আদালত কর্মচারী সংগঠনের

পক্ষ থেকে আদালতের সামনে ধরনা

কোচবিহার ঃ পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা যখন ডিয়ে নিয়ে আন্দোলন করছে ঠিক সেই সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের চোর ডাকাতি এবং ডাকাতের সরদারের দল বলে চলেছেন। সেই কারণে কোচবিহার আদালত কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আদালতের সামনে ধরনা মঞ্চে বসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বড়োপাধ্যায়ের এমন মন্তব্য কে ধিক্কার জানিয়েছেন অবস্থানবিক্ষোভে সামিল হয়েছে আদালত কর্মচারী সংগঠন। সেই সাথে তাদের ডিয়ে পাওনা নিয়ের আদালত কর্মচারী সংগঠনের সদস্য দেব কুমার সিংহ বলেন, সংবিধানে ধারাকে মান্যতা দিয়ে সরকারি অনুশাসন মেনে আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। যতদিন আমাদের পাওনা না পাচ্ছি ততদিন আমাদের

আন্দোলন জারি থাকবে।

হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে মাল্লাগুড়ির

হনুমান মন্দিরে ভক্তদের ভিড়

শিলিগুড়ি ঃ শহর জুড়ে উৎসবের মৌসুম। বৃহস্পতিবার হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে মাল্লাগুড়ি র হনুমান মন্দিরে সকাল থেকে শুধু ভক্তদের ঢল। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে ফুলের সাজানো হয়েছিল মন্দির প্রাঙ্গণটি এছাড়াও ভক্তদের প্রসাদ হিসেবে ছিল লাড্ডু এবং খিচুড়ি জানে গিয়েছে সন্ধ্যাবেলায় নাম কীর্তন সহ ভক্তদের উদ্দেশ্যে খিচুড়ির ও ব্যবস্থা করা হয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে

SFI প্রায় ৮,২০৭ টি সরকারি স্কুল

বন্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে

শিলিগুড়ি ঃ স্কুল ছুট দের স্কুলে ফেরাও কোন অজুহাতেই সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ করা চলবে না এই দাবি তুলে পথে নামলো এসএফআই।



আসন্ন বিহুর পরেই রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করবেন বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

দিল্লির গুপ্তাঙ্গী অরবিন্দ কেজরিওয়াল থেকে শত্রুও গুপ্তের অপেক্ষা

সবাসাচী শর্মা

গুয়াহাটি **:** কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর টুইটের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এবার সরাসরি ভাবে বললেন তিনি। আসন্ন রঙালি বিহুর পরেই রাহুলের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফের একবার সরব হয়ে তিনি বলেন



প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী ১৪ এপ্রিল রাজ্যে গিয়ে ৮৫০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং চিত্তিব্রহ্ম স্থাপন করবেন বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ বিশ্ব বিশ্ব শর্মা

আসন্মের জন্য এক ঐতিহাসিক চিরস্মরণীয় দিন আশু

সবাসাচী শর্মা

গুয়াহাটি **:** পূর্বে ঘোষিত কার্যসূচি অনুযায়ী আগামী ১৪ এপ্রিল অসমে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গুয়াহাটি মহানগরে উপস্থিত হয়ে প্রায় ৮৫০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন কিংবা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সামনে সরুসজাই স্টেডিয়ামে ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদক একসঙ্গে বিহু নৃত্য প্রদর্শন করে সেটা গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এ অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা করা হবে বলে জানানেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন একদিনের সফরে আসা প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের প্রকল্পগুলো ভার্চুয়ালি উদ্বোধন কিংবা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। মূলত এইমস হাসপাতাল, রাজ্যের নিনেটি নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল, নামরূপের মিথানেল প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে পলাশবাড়ি শুয়ালকুচি সংযোগী নতুন সেতু, শিবসাগরের রংখরের সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প, একটি নতুন চিকিৎসা কারিগরি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গুয়াহাটি হাইকোর্টের মহারাজত জয়ন্তীর সমাপন সমাবেশে অংশগ্রহণ করবেন বলে জানানেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগামী ১৪ এপ্রি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অসম সফর সংক্রান্তে যাবতীয় তথ্যের খোলাসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে রবিবার আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন ১৪ এপ্রিল সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ মহানগরের গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী সেখান থেকে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে সরাসরি আইআইটি গুয়াহাটির হেলিপেডে উপস্থিত হবেন। সেখান থেকে এইমস হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মুখ্যমন্ত্রী জানান কেন্দ্রীয় সরকারের ১১২৬ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মীয়মান এইমসের নির্মাণ কার্য ৮৫ সম্পন্ন হয়েছে। ৭৫০ টি বিহান্যুক্ত এই হাসপাতালে ওপিডি জেনারেল ওপিডি আয়ুয ওপিডি ছাড়াও অন্যান্য আত্মধুনিক সুযোগ সুবিধা থাকবে। হাসপাতাল থেকে প্রতিবছর ১০০ জন ছাত্রছাত্রী এমবিবিএস অধ্যয়ন করার সুযোগ পাবেন বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন এইমসের প্রাঙ্গণ থেকেই প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের তিনটি নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ভার্চুয়ালি করবেন। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নলবাড়ি নর্গাও এবং কোকরাঝাড়ে একটি করে জনসভা আয়োজন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ভার্চুয়ালি সেই জনসভায় এলাকাবাসীকে সন্তোষন করবেন। ঐতিহাসিকভাবে মেডিকেল কাউন্সিল থেকে এক বছরে শ্রীকৃতি পাওয়া নলবাড়ি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের জন্য ৬১৫ কোটি টাকা, নর্গাও এর জন্য ৫৬০ কোটি টাকা এবং কোকরাঝাড়ের জন্য ৫৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। রাজ্যের তিন জেলার এই নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল গুলো ৫০০ বিহান্যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিবছর ১০০ জন ছাত্রছাত্রী এমবিবিএস অর্জন করার সুযোগ পাবে বলে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বাজেটে উল্লেখ করা অনুযায়ী রাজ্যের প্রতি জন রেশন কার্ড থাকা ব্যক্তিদের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার প্রধানমন্ত্রী আয়ুস্মান মুখ্যমন্ত্রীর আয়ুস্মান কার্ড বিতরণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মুখ্যমন্ত্রী জানান বর্তমান রাজ্যে ২৭ লক্ষ প্রধানমন্ত্রী আয়ুস্মান কার্ড কার্যকর হয়ে রয়েছে। এবার রাজ্যের এক কোটি দশ লক্ষ ব্যক্তিদের মুখ্যমন্ত্রীর আয়ুস্মান কার্ড বিতরণের প্রক্রিয়া সরকারের দুই বর্ষপূর্তি আগামী ১০ মে থেকে কার্যকর করা হবে। রাজ্যের চিকিৎসা কর্মী তথা আশা কর্মীরা গত তিন মাস যাবত কঠোর পরিশ্রম করে এই কার্ড নির্মাণের ক্ষেত্রে তৎপর

এখনও তার পত্রের অপেক্ষা করেছেন। গুয়াহাটি মহানগরে প্রধানমন্ত্রী বিরুদ্ধে পোস্টার লাগানো আম আদমি পার্টিকে তিনি চেনেন না বলেও তির্যক মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

প্রসঙ্গত শিল্পপতি গৌতম আদানি সম্পর্কে সম্প্রতি একটি টুইট করেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সেখানে তিনি ২০ হাজার কোটি টাকার হিসাব চাওয়ার পাশাপাশি এক্ষেত্রে কৌশলগত ভাবে কংগ্রেস ত্যাগ করা নেতাদের নাম

উল্লেখ করেছেন। গোলাম, সিনদিয়া, কিরণ, অনিলের সঙ্গে হিমন্তের নামও রাহুল গান্ধীর সেই টুইটে উল্লেখ ছিল। এর পাশ্া জবাবে কংগ্রেসের নানা দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আদালতে দেখা হবে বলে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে উল্লেখ করে টুইট করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এবার এই বিষয়ে সরাসরি ভাবে মুখ খুললেন তিনি। গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে রবিবার আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন আসন্ন প্রধানমন্ত্রীর সফর এবং বিহু উদযাপনের প্রস্তুতি নিতে বর্তমান তিনি ব্যস্ত রয়েছেন। ফলে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক বিষয়ে ব্যস্ত হতে চাইছেন না তিনি। তবে প্রধানমন্ত্রীর সফর এবং বিহুর পর রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে মানহানি মামলা দায়ের করবেন বলে তিনি বলেন এই প্রসঙ্গে মানহানি মামলা রজ্জ্ব করা যায়। এবং তিনি সেটাই করতে চলেছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য আগামী ১৪ এপ্রিল বিভিন্ন কার্যসূচি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অসম সফরের প্রাক মুহূর্তে গুয়াহাটি মহানগরের বিভিন্ন এলাকার ’ মোদি হটাও দেশ বাঁচাও’ ছাপানো পোস্টার লাগানো হয়েছে। বিশেষ করে উলুবাড়ি ফ্লাইওভারের নিচের পিলারে এই ধরনের পোস্টার দেখা গেছে। দিল্লির আদলে গুয়াহাটি মহানগরে লাগানো সেই পোস্টার গুলোতে কোনো ব্যক্তির নাম কিংবা প্রিন্টিং প্রেসের নামের উল্লেখ নেই।

হয়ে রয়েছেন বলে জানানেন তিনি। তবে প্রতিকী হিসাবে সেদিন কার্ড বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু করবেন প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানান আইআইটি গুয়াহাটি এবং রাজা সরকার যৌথভাবে একটি বিশু স্তরের গবেষণামূলক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান শুরু করতে চলেছে। আসাম আ্যডভান্স হেলথ কেয়ার ইনোভেটিভ ইনস্টিটিউট মূলত চিকিৎসা এবং কারিগরি গবেষণার এক কেন্দ্র হিসেবে এইমস হাসপাতাল প্রাঙ্গণে গড়ে উঠবে। ৬০০ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের প্রারম্ভিক ব্যয় সাপেক্ষে প্রস্তাবিত এই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে জড়িত ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন বিষয়টি সংযুক্ত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদি এই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এইমস চিকিৎসালয় প্রাঙ্গণ থেকে হেলিকপ্টার এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি সরাসরি খানাপাড়া পশু চিকিৎসালয় হাসপাতালের ময়দানে থাকা হেলিপেডে অবতরণ করবেন। সেখান থেকে দুপুর প্রায় একটা ১৬৫ নাগাদ মহানগরের পাঞ্জবাড়ি স্থিত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে গুয়াহাটি হাইকোর্টের মহারাজত জয়ন্তীর সমাপন সমারোহে অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি রাজবাসীর উদ্দেশ্যে নিজের ভাষণ তুলে ধরবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী শংকরদেব কলাক্ষেত্রে থেকে খানাপাড়া স্থিত কইনাধরা গেস্ট হাউসে উপস্থিত হয়ে আধাঘণ্টা সময় বিশ্রাম করবেন। সেখান থেকে ৪.৩০ নাগাদ সরুসজাই স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সরুসজাই স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠান শুরু হবে ৪.৪৫ নাগাদ। সেখানে প্রধানমন্ত্রী তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন তথা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নাহারকাটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে নামরূপে নির্মাণ কার্যসম্পন্ন হওয়া আসাম পেট্রো কেমিক্যালের মিথানেল প্রকল্পের ভার্চুয়ালি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রী করবেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। সেখানেও সাধারণ জনতা একটি সভা আয়োজন করবে। প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ১৭০৯ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ হওয়া এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারের শেয়ার রয়েছে ৫১ শতাংশ। তাছাড়া ইউ ইন্ডিয়া শেয়ার রয়েছে ৪৯ শতাংশ। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন এই প্রকল্প শুরু হওয়ার পর ভারতের অন্যান্য এলাকার পাশাপাশি বিদেশে মিথানেল রপ্তানি করে ব্যাপক উপকৃত হবে রাজ্য সরকার। গত কয়েক বছরে রাজ্য সরকার কোন ধরনের বিনিয়োগ করেনি। তবে নুমলিগড় রিফাইনারিতে ২৬ শতাংশ ইকুইটি শেয়ারে বিনিয়োগ করার পর রাজ্য সরকার এবার আসাম পেট্রো কেমিক্যাল মিথানেল প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে। এরপর সিটি গ্যাস প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলেন পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে সরকার ৪০০০ মেগাওয়াট সোলার পাওয়ার প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে। তাছাড়া উত্তর প্রদেশের ঘাটাম বিদ্যুৎ প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চলেছে অসম সরকার। আগামী এক মাসের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে প্রায় ১৫ হাজার কোটি রাজ্য সরকারের তরফে বিনিয়োগ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি।

সরুসজাই স্টেডিয়ামে প্রধানমন্ত্রী শিবসাগরের রংখরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ১০০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে প্রস্তুত করা প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্থ স্থাপন করবেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন সেখানে আয়োজিত জনসভায় ভার্চুয়ালি প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় ব্যক্তিদের সন্তোষন করবেন। এই প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন যেটা বাকি রয়েছে সেটা আগামী ১৪ এপ্রিলের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর ব্রহ্মপুত্র নদীর উপরে পলাশবাড়ি শুয়ালকুচি সংযোগী নতুন সেতুর ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ৩১৯৭ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে প্রস্তাবিত সেতুর নির্মাণ সম্পন্ন হতে তিন থেকে চার বছর সময় লাগবে। এক্ষেত্রে এই সেতু নির্মাণের জন্য

এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন পোস্টার যে কেউ লাগাতে পারে। তবে আম আদমি পার্টিকে তিনি চেনেন না। আসু কিংবা যুব ছাত্র পরিষদের নাম তিনি শুনেছেন, কিন্তু আম আদমি পার্টির নাম তিনি শোনেননি। এটা আম আদমি না খাস আদমি সেটাও তিনি জানেন না। এইসব অশ্যাত দল সংগঠন শুধুমাত্র সাংবাদিকদের খবরে থাকে। বাস্তবে এই সব দলের কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্যদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের চিঠির অপেক্ষায় তিনি আজও রয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এই বিষয়টি দেশের সম্মানের জন্য অত্যন্ত জরুরী বিষয়। যে রাজ্যের মোট সরকারি চাকরির সংখ্যা দেড় লক্ষ সেখানে ১২ লক্ষ সরকারি চাকরি কিভাবে অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিলেন সেটা জানতেই হবে। এভাবে হিসেব করলে তো বলা যাবে যে অসমের প্রতি জন যুবকযুবতীরা চাকরি পেয়েছেন। কারণ সরকার না হলেও বেসরকারিভাবে হলেও প্রত্যেকেই চাকরিতে জড়িত। কিন্তু বাস্তবে এভাবে বলা যায় না। আজ পর্যন্ত অসমে বিভিন্ন সময়ে বহু রাজনৈতিক নেতার আগমন ঘটেছে। কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো অসত্য এবং মিথ্যা কথা কোনো রাজনীতির নেতা বলেননি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব প্রিন্টিং প্রেসের নামের উল্লেখ নেই।

রাজা সরকার ইতিমধ্যে পরিবেশ বন ইত্যাদি বিভিন্ন অনুমতি সংগ্রহ করেছে। নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যঙ্ক, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের সম্মিলিত প্রয়াসে এই সেতু নির্মাণ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এই সেতু নির্মাণ হওয়ার পর গুয়াহাটি মহানগরের জন্য রি় রোড নির্মাণের ক্ষেত্রে বেশ খানিক এগিয়ে যাবে রাজ্য সরকার। এরপর নারেরী এবং কুড়ুমার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর আরেকটি সেতু নির্মাণ করার পর রিংরোড নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হবে। বর্তমান গুয়াহাটি এবং উত্তর গুয়াহাটির মধ্যে অপর একটি সেতু নির্মাণের কাজ আগামী বছরের মার্চ কিংবা এপ্রিলের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে উঠবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান এর পরেই মূল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।প্রধানমন্ত্রীর সামনে সরুসজাই স্টেডিয়ামে ১১০১০ জন বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদক একসঙ্গে বিহু নৃত্য প্রদর্শন করবেন। এই বিহু নৃত্যকে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস এ অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ইতিমধ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছে। বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকরা আগামী ১১ ১২ এবং ১৩ এপ্রিল পরম্পরাগত পোশাকের সঙ্গে বিহু নৃত্যের অভ্যাস করবেন। ১৫ মিনিট এই বিহু নৃত্য প্রদর্শন করা হবে। এরপর সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে দিল্লি উড়ে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন সরু সাজাই স্টেডিয়ামে যেহেতু বসার আসন কম। ফলে আগামী ১১ থেকে ১২ এপ্রিল মহানগরের শংকরদেব কলাক্ষেত্রে মোট ১০ হাজার প্রবেশপত্র সাধারণ মানুষের জন্য বিতরণ করা হবে। তাছাড়া ১১ থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত বিকেল সাড়ে চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত তিনবার বিহু নৃত্য প্রদর্শন করা হবে। সে সময় দর্শকরা চাইলে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে উপস্থিত হয়ে সেটা দেখতে পারবেন। ১০ এপ্রিল রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিহু নর্তকী এবং ঢোলবাদকরা মহানগর এসে উপস্থিত হবেন। ফিরে যাবেন ১৫ই এপ্রিল সকাল। প্রত্যেকের জন্য খাবার এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া মহানগরের ৯০ থেকেল তাদের জন্য বুক করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। ৫০ জন সবুসা থাকা প্রতি দলে একজন ডাক্তার এবং একজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের জন্য কিছুটা যানজটের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে সেদিন বড় বাহন ট্রাক ইত্যাদি চলাচলের ক্ষেত্রে কিছুটা বাধান করা হবে। তাছাড়া বিভিন্ন উপায়ে অন্য রাস্তা দিয়ে সেই বাহনগুলো পার করে দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।



গুয়াহাটি (সবাসাচী শর্মা) **:** সম্প্রতি রাজ্যজুড়ে বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার বসানোর পর থেকে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে বিল পরিশোধ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এক দুইটি ঘটনা নয় এক্ষেত্রে হাজার হাজার উদাহরণ নজরে এসেছে। অবশেষে এই প্রসঙ্গে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রিপেইড মিটারের সমস্যা মোটামোের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে কন্ট্রোল রুম স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন স্মার্ট মিটারের কোনো সমস্যা থাকলে সেটা বদল করে দেওয়া হবে। তবে বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটারের সমস্যা সমাধানের জন্য এপিডিসিএলকে সমস্যা থাকা প্রত্যেক বাড়িতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে রবিবার আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন প্রিপেইড মিটার সংলগ্ন হওয়ার পরেই প্রথম মাসে একটু বেশি বিল এসে যাওয়া স্বাভাবিক। কারণ পুরনো বকেয়া সেই বিলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আসে। এর ফলেই প্রিপেইড মিটার সংস্থাপন করার প্রথম মাসেই বেশি বিল আশার অভিযোগ উঠে থাকে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিদ্যুতের বিল বেশি আসার পর গ্রাহকরা যদি অভিযোগ জানায় তাহলে এপিডিসিএল থেকে লোক সেই ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সবিস্তার ব্যাখ্যা করেন। এর ফলে সাধারণত এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত এই ধরনের বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে জানানেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সম্প্রতি প্রিপেইড মিটার সংক্রান্তে জাতীয় স্তরে একটি সমীক্ষা হয়েছে। সেই সমীক্ষায় অসমের মানুষ স্মার্ট মিটার প্রসঙ্গে সব থেকে সন্তুষ্ট বলে প্রকাশ পেয়েছে। তবে যেহেতু চলতি মাসে নতুন স্মার্ট মিটার সংস্থাপন করা হয়েছে। ফলে যা সমস্যা সেটা এই মাসের প্রিপেইড মিটার সংস্থাপন করা গ্রাহকদের থেকেই উত্থাপন করা হয়েছে। পুরানো প্রিপেইড মিটারের গ্রাহকদের থেকে কোন সমস্যা দেখা দেয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যদি স্মার্ট মিটারের সমস্যা থাকতো তাহলে পুরনো গ্রাহকদের থেকেও একই ধরনের অভিযোগ উঠে আসতো। পুরানো গ্রাহকের তরফে অভিযোগ জানানো হয়নি, বরং যা অভিযোগ এসেছে সব নতুন গ্রাহক থেকে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন যদি স্মার্ট মিটারের কোন গোলযোগ রয়েছে তাহলে সেই মিটার কে বদলিয়ে দেওয়া হবে। ফলে এই সংক্রান্ত অত্যধিক স্কোড প্রকাশ করার প্রযো্জন নেই। সমস্যা থাকা এক একটি বাড়িতে যেতে তিনি এপিডিসিএলকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এটা সাময়িক সমস্যা। তাছাড়া স্মার্ট মিটার সংস্থাপন করলে গ্রাহকরা উপকৃত হবেন। প্রত্যেকেই জানতে পারবেন তার কাছে কত টাকার বিদ্যুৎ বর্তমান হাতে রয়েছে। ফলে কোনো লাইভ নিভিয়েও বা অন্য কোন উপায়ে বিদ্যুৎ বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন গ্রাহক। এর ফলে বিদ্যুতের অণচয় রোধ হবে। ১০০ প্রিপেইড মিটার সংস্থাপন হলে গ্রাহক এবং এপিডিসিএল দুই পক্ষই লাভবান হবে। গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্য ১০০ শতাংশ প্রিপেইড মিটার সংস্থাপন করে বহু এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সাত দফা দাবিতে ১৩ এপ্রিল চাউল মঞ্চকুমা কার্যালয়ে আঙ্গমু পার্টির বিক্ষোভ প্রদর্শন

ঝাড়খন্ডের যুবকদের সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে হেমন্ত সরকার : হর্দেয়াল ন্যায়তো

জামশেদপুর (সুধীর গোস্বাই) **:** সাত সূত্রি দাবিতে ১৩ এপ্রিল রাজ্যের ২৪টি জেলায় ন্যায়বিচার মিছিল করতে আজসু দল। এর আওতায় আজসুর উদ্যোগে চাউলি বাজারে সামাজিক ন্যায়বিচার মিছিল বের করা হবে এবং মহুকুমা কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। সোমবার, অনুষ্ঠানের প্রস্তাবের জন্য চিলাগুতে চাউলের প্রধান কার্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহাতো বলেন, হেমন্ত সরকার রাজ্যের যুবকদের সঙ্গে দেওয়া প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেছে। স্থানীয় নীতি ও পরিকল্পনা নীতির বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে সরকার রাজ্যের যুব সমাজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে।

হরেলাল মাহাতো বলেন, আজসু শুরু থেকেই জাত শুমারি, সারনা ধর্মকোড, অনগ্রসরদের জন্য সংরক্ষণ, খতিয়ান ভিত্তিক স্থানীয় নীতি, পরিকল্পনা নীতির দাবি করে আসছে। সভায় বলা হয়, ১৩ এপ্রিল আজসুর হাজার হাজার কর্মী চাউলি বাজারে সামাজিক ন্যায়বিচার মিছিল করবেন। চাউলি মহকুমা অফিসে যাবে বিচারপতির মাঁচ। এ সময় মহুকুমা অফিসের সামনে রাজা সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন হবে। হরেলাল মাহাতো বলেন, বিচার মিছিলের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। সমস্ত ব্লক কমিটিকে প্রযোজনীয় নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। এই সময় জেলা সভাপতি শতীন মাহাতো, জেলা প্রধান সাধারণ সম্পাদক সহানিমডিহ জেলা পরিষদ সদস্য অসিত সিং পাথ, জিতু মাহাতো, বাসুদেব প্রামাণিক, ব্লক সভাপতি দুর্ঘোষন গোপ, গোপেশ মাহাতো, অরুণ মাহাতো, মনোরঞ্জন ঠাকুর, কার্তিক নাপিত, ভরত মাহাতো, মাধব সিং মুন্ডা, পুলক সতপথী, প্রদীপ গিরি, তুলসী মাহতো, রঞ্জিত মাহতো, রেবুকা পুরান, সুলোচনা প্রামাণিক, রেখা প্রামাণিক, গুরচরণ মাহাতো, বুদ্ধেশ্বর গোস্বাই, দিলীপ প্রমাণিক, বীরেন মাহতো, কাঞ্চন সিং সরদার, নির্মল গোস্বাই, বুদ্ধদেব ব্যানার্জি, দেবু গোস্বাই, গৌরঙ্গ মাহতো, অস্তিক দাস, বিজয় মোদক, বিদ্যাধর গোপ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



গ্রামে গ্রামে হরিনামের বাজার

পোটকা (সুনীল কুমার দে) **:** আমাদের ঝাড়খন্ড রাজ্য টা হরিনামের এলাকা।এখানে গ্রামে গ্রামে হরিনামের বাজার বসে।মাঘ মাস থেকে শুরু করে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত প্রায় ঝাড়খন্ডের প্রতি গ্রামেই হরিনাম সংকীর্তন হয়।কোথাও হরেকৃষ্ণ নাম আবার কোথাও রাধা নাম বা যুগল নাম।কোথাও একদিন,কোথাও দুদিন,কোথাও তিনদিন কোথাও আবার পাঁচ দিন পর্য্যন্ত অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন হয়। এ বছর আমাদের অঞ্চলে মাঘী পূর্ণিমা থেকে রামগড় আশ্রমে শুরু হলো যজ্ঞ সহ নাম সংকীর্তন।তারপর গ্রামে গ্রামে শুরু হলো নাম সংকীর্তন।আমি আমাদের মাতাজী আশ্রমের কিছু ভক্তদের সাথে তাদের মধ্যে কমল কান্তি ঘোষ,সুধাংশু শেখর মিশ্র,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,অমল বিশ্বাস,বলরাম গোপ,রাজকুমার সাহু,তপন মণ্ডল,মোহিতোষ মণ্ডল প্রমুখ কে নিয়ে এ বছর রামগড় আশ্রম ও মাতাজী আশ্রম ছাড়াও গঙ্গাড়ি, জুড়ি,সর মদা,সানগ্রাম,মদন সাই,দেউলি, পড়া ভালকি,ভেলোইডি,রসুন চোপা,হেসরা,মুকুন্দ সাই,জুড়ি পাহাড়ি,হলুদপুকুর,জাম্বনী, হৈসল, এদল, চালিয়ারা,হাকাই, সিঙ্গুলতা,ভুমরি, আমদা,বাঙালিবাসা, মাঝগ্রাম ১ ও ২,কালিকাপুর ,দাবাঁকি প্রভৃতি গ্রামে হরিনামে যোগদান করলাম।কোথাও নাম আরন্ত,কোথাও শ্রবন, দর্শন ও সাধ্যমত সহযোগ করলাম।হরিনামে অনেক আনন্দ পেলাম আবার সবাই কে আনন্দ দিলাম।এই ঝাড়খন্ডের পথে একদিন হরিনাম সংকীর্তনের সংস্থাপক চৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম করতে করতে পুরীধামে গেছিলেন।ঝাড়খন্ডের মাটিতে মহাপ্রভুর চরণ ধুলো মিশে আছে তাই ঝাড়খন্ডে এতো হরিনামের প্রভাব।হরিনাম সংকীর্তন ঝাড়খন্ডের এক মহান ধার্মিক সংস্কৃতি ও পরম্পরা।



সম্পাদকীয়

তাইওয়ান প্রশ্নে তৃতীয় বিকল্পের খোঁজে মার্কোঁ

শুক্রবার চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে মার্কোঁর। সেখানে তাইওয়ান নিয়েও আলোচনা হয়েছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মার্কোঁ ছাড়াও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান উরসুলা ফন ডায়ের লাইয়েন। বৈঠকে ইউক্রেন যুদ্ধ, রাশিয়ার অবস্থান এবং তাইওয়ান নিয়ে চীনের অবস্থান নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। রোববার সে বিষয়েই ফ্রান্সের একটি সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মার্কোঁ। সেখানে তিনি বলেছেন, তাইওয়ান নিয়ে দুইটি চরম বিন্দুতে দাঁড়িয়ে অ্যামেরিকা এবং চীন। অ্যামেরিকা কড়া অবস্থান নিয়েছে, অন্যদিকে চীন চরম প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে। ইউরোপের এই বাইরে একটি তৃতীয় অবস্থান নেওয়া উচিত। বস্তুত, সেটিকে তৃতীয় মেরু হিসেবে চিহ্নিত



করেছেন মার্কোঁ। মার্কোঁর বক্তব্য, চীনের অভিযোগ, তাইওয়ান নিয়ে অ্যামেরিকা অতিরিক্ত নাক গলাচ্ছে। আবার চীন যেভাবে তাইওয়ানের সৈকতে সামরিক মহড়া শুরু করেছে, তাও গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে ইউরোপকে একটি তৃতীয় বিকল্প খুঁজতে হবে। একটি মধ্যবর্তী অবস্থান নিতে হবে। অ্যামেরিকার রাস্তায় হাঁটলে চলবে না। বস্তুত, বিশ্ব রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে মার্কোঁ বলেন, একসময় ইউরোপ তার নিজের নীতি, নিজের কৌশল তৈরি করতো। গত বেশ কিছু বছরে ইউরোপ অ্যামেরিকার কৌশল অনুসরণ করছে। এটা বদলানো দরকার। ইউরোপকে নিজের কৌশল, নিজের অবস্থান তৈরি করতে হবে। এবং সেটা ইউইউকে জোট বেঁধে করতে হবে। একা কোনো দেশের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। কৌশলগত অবস্থানের প্রসঙ্গে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন মার্কোঁ। তার বক্তব্য, সার্বিকভাবে ইউরোপীয়দেশগুলির সামরিক বাজেট বাড়ানো দরকার। যে পরিমাণ অস্ত্রের প্রয়োজন, সেই পরিমাণ অস্ত্রের জোগান নেই। এর ফলে ইউরোপকে অস্ত্র কেনার ক্ষেত্রে অ্যামেরিকা এবং এশিয়ার দেশগুলির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে। অন্যদিকে, অ্যামেরিকা এবং চীন দ্রুত তাদের অস্ত্রের সম্ভার বাড়িয়ে চলেছে। এখানেও ইউরোপের দেশগুলি পিছিয়ে পড়ছে। এখানেও ইউরোপকে বিকল্প অবস্থান নিতে হবে। তাহলে কি তাইওয়ান নিয়ে নাক গলাবে না ইউরোপীয় ইউনিয়ন। মার্কোঁর বক্তব্য, তাইওয়ানে শান্তি যাতে বজায় থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে ইউরোপ। কিন্তু তার বেশি কথা বলবে না। ইউরোপীয় ইউনিয়নে যেমন একটি ইউনিট তেমন চীনও এক চীন নীতির উপর দাঁড়িয়ে একটি ইউনিট তৈরি করতে চাইছে। তাইওয়ান তার অংশ। ফলে সেখানে ইউরোপের নাক গলানোর কোনো জায়গা নেই। তাইওয়ান প্রশ্নে অ্যামেরিকা অত্যন্ত সর্বব। যেভাবে চীন তাইওয়ানকে গ্রাস করার চেষ্টা করছে, তার বিরোধিতা করছে অ্যামেরিকা। সম্প্রতি তাইওয়ানের রাষ্ট্রপ্রধান অ্যামেরিকায় গিয়ে কংগ্রেসের স্পিকারের সঙ্গে বৈঠকও করে এসেছেন। তার পরেই তাইওয়ানের সমুদ্র সৈকতের খুব কাছে সামরিক মহড়া শুরু করেছে চীন। এই পরিস্থিতিতে মার্কোঁর এই বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

জানা অজানা

একটু দাঁড়ান,একটু ভাবুন

সুনীল কুমার দে

আমাদের ছোটো নদী চলে আঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাট জল থাকে। পার হয়ে যায় গুরু পার হয় গাডি। এই সব কবিতা ছোটবেলায় পড়ে ছিলাম।সেই রাম ও সেই,সেই অযোধ্যাও নেই। আমাদের সুন্দর ভাষা,সরল ভাষা,মধুর ভাষা,মাতৃভাষা বাংলা আজ হারিয়ে গেলো।আমাদের ভাবী কালের ভবিষ্যৎ,আমাদের প্রতিনিধি, আমাদের বংশ ধরদের মুখে বাংলা ভাষা নেই।তারার জানে পড়তে জানে না,বলতে জানে না,লিখতে জানে না।আমরা তাদের ইংরেজ বানিয়ে দিয়েছি।কি লজ্যা ও দুর্ভাগ্যের কথা।আজ আমাদের ভাষা ও

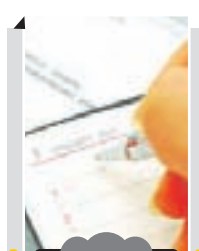
সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে।ধর্ম আজ বিপন্ন।আমাদের সনাতন ধর্ম বিশ্বমীদের হাতে লাক্ষিত, অপমাণিত। তবু আমরা নীরব,নিথর।আমরা কাকের মতো একখানা ময়ূর পালক পরে ময়ূর হতে চাই। আমরা ভালো জিনিসের অনুসরণ করি না,আমরা অন্ধ অনুকরণ করি।এই অবক্ষয়তার যুগে একটু দাঁড়িয়ে ভাবুন,আমরা কি করছি,কোথায় চলেছি।আমরা কোন সমাজ নির্মাণ করতে চাই।আমাদের জীবন থেকে যদি আমাদের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম হারিয়ে যায় তাহলে আমরা কি নিয়ে গর্ব করবো।তাই সবাই একটু সচেতন হউন।একটু ভাবুন,একটু থমকে দাঁড়ান।



ভূমধ্যসাগরে ভাসছে ৪০০ অভিবাসনপ্রত্যাশীর জাহাজ

প্রায় ৪০০ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী নিয়ে একটি জাহাজ গ্রিস ও মাল্টার মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরে ভাসছে বলে জানিয়েছে সাহায্য সংস্থা অ্যালার্ম ফোন। সম্প্রতি উত্তর আফ্রিকা থেকে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নৌকায় ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়া বেড়েছে।

ইউরোপে আসার জন্যভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার সময় বিপদে পড়া মানুষদের



সোম পাঁচ প্রাবন্ধিক

জানানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে অ্যালার্ম ফোন। জাহাজটি এখন মাল্টার 'সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ এরিয়া' এসএআরএ আছে বলে জানিয়েছে তারা।

এদিকে জার্মান এনজিও সিওয়াচ ইন্টারন্যাশনাল এ নৌকাটি খুঁজে পাওয়ার কথা টুইট করে জানিয়েছে। আশেপাশে দুটি জাহাজ রয়েছে বলেও জানায় তারা। তবে



নৌকাটি উদ্ধার না করতে ঐ দুই জাহাজকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সিওয়াচ ইন্টারন্যাশনাল। তবে মাল্টা একটি জাহাজকে শুধু জ্বালানি দিয়ে নৌকাটিকে সহায়তা করতে বলেছে।

অ্যালার্ম ফোন বলছে, নৌকায় থাকা মানুষেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের চিকিৎসাসেবার প্রয়োজন। নৌকাটিতে জ্বালানির অভাব দেখা দিয়েছে এবং নীচতলায় পানি উঠে গেছে বলেও জানিয়েছে অ্যালার্ম ফোন। নৌকার মাঝি চলে যাওয়ায় সেটি এখন নিয়ন্ত্রণের কেউ নেই বলে জানিয়েছে

সংস্থাটি। রেক্সশিপ নামে জার্মানির আরেকটি এনজিও রোববার এএফপিকে জানিয়েছে, ইটালি ও টিউনিশিয়ার মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরে একটি নৌকা ডুবে অন্তত দুইজন অভিবাসনপ্রত্যাশী নিহত হয়েছেন।

নিখোঁজ আছেন আরও ২০ জন। রেক্সশিপের উদ্ধারকারী জাহাজ 'নাদির' ২২ জনকে উদ্ধার করে ইটালির লাম্পেডুসা দ্বীপে নিয়ে গেছে।

উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির ক্যামেরুন, আইভরিকোস্ট ও মালির পুরুষ, নারী ও শিশু বলে জানিয়েছেন নাদির জাহাজের ক্যাপ্টেন ইঙ্গো ভের্যার।

ফরাসি আলপসে তুষারধস, মৃত অন্তত চার

আলপসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মঁ ব্রাঁর কাছে তুষারধস। এখনো উদ্ধারকাজ চলছে। মৃতদেহ শনাক্ত হয়নি।

লম্বা সপ্তাহান্তে বহু মানুষ বেড়াতে গেছিলেন ফরাসি আলপসে। ভিড় জমেছিল শ্যামোনিঙ্গে। এটি মঁ ব্রাঁ যাওয়ার বেস ক্যাম্প। এখান থেকে বহু মানুষ আলপসে স্কি করতে যান। রোববারও তেমন বহু মানুষ স্কি করতে উপরে গেছিলেন। আর তখনই ঘটে দুর্ঘটনা। তুষারধস নামে আহমস হিমবাহে। ভয়াবহ তুষারধসে বহু মানুষ নিখোঁজ হয়ে যান। ধস নামা থামার পর দ্রুত সেখানে দুইটি উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার পাঠানো হয়। নিচ থেকেও একটি দলকে উপরে পাঠানো হয়।

এখনো পর্যন্ত চারজনের দেহ উদ্ধার করেছে উদ্ধারকারী দল। কিন্তু তাদের পরিচয় জানা যায়নি। নয়জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আরো কেউ



আটকে আছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উদ্ধারকাজ এখনো থামেনি বলে জানানো হয়েছে।

প্রায় সাড়ে ১১ হাজার ফুট উচ্চতায় এই হিমবাহ। স্কি করার আদর্শ জায়গা। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, হিমবাহ থেকে একটি বড় অংশ খসে পড়ে যায়। লম্বায় প্রায় হাজার মিটার এবং চওড়ায় ১০০ মিটার।

আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্যই এমনটা হয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন। আহমস হিমবাহটি শ্যামোনিঙ্গে থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এবং সে কারণেই এটি একটি নাম করা পর্যটন স্থান। অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের জন্য বহু মানুষ এখানে বেড়াতে আসেন।

ভারতে বাঘের সংখ্যা বেড়ে তিন হাজার ১৬৭



বাঘসুমারির ফলপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতে এখন বাঘের সংখ্যা তিন হাজার ১৬৭। ভারতে প্রজেক্ট টাইগার শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সালে। মাত্র নয়টি টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট নিয়ে শুরু হয় এই প্রকল্প। ৫০ বছর পর এখন টাইগার রিজার্ভের সংখ্যা হলো ৫৩। উনিশ শতকের শেষে ভারতে ৪০ হাজারের মতো বাঘ ছিল। কিন্তু শিকার ও নির্বিচারে বাঘ মারার ফলে তা ভয়ংকরভাবে কমে যায়। ১৯৭২ সালে প্রথম বাঘগণনায় দেখা যায়, দেশে এক হাজার ৪১১টি বাঘ আছে। প্রজেক্ট টাইগারের ফলে একসময়ে ভারতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুখে থাকা বাঘের সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ১৬৭। সন্দেহ নেই, প্রজেক্ট টাইগারের সাফল্য এটা। বিখ্যাত

প্রাণিসংরক্ষণবিদ ওয়াই ভি ঝালা ইন্ডিয়া টুডেকে বলেছেন, প্রজেক্ট টাইগার নেয়া না হলে ভারতে বাঘখাকত না। উনিশ শতকের শেষে ভারতে যখন ৪০ হাজার বাঘ ছিল, তখন দেশে বনের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। ক্রমশ, জনসংখ্যা বেড়েছে। বনের পরিমাণ কমেছে। বনািজন্তরাও বিপাকে পড়েছে। প্রজেক্ট টাইগারের প্রধান এস পি যাদব বলেছেন, করবো, কানহা, পেনচ, বান্দ্রবগড়, রনথম্ভোর, পান্নার মতো অনেক টাইগার রিজার্ভ আছে, যেখানে বাঘের সংখ্যা আর বাড়া সম্ভব নয়। কারণ, একটা বাঘের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বিচরণভূমি দরকার হয়। তাই এখন বাঘের সংখ্যা বাড়াতে গেলে বিশেষ কৌশল নিতে হবে। কিন্তু পাশাপাশি এটাও ঘটনা, অনেক বনে বাঘ নেই। এখন তিন লাখ বর্গ কিলোমিটার বনভূমির মধ্যে ৯০ হাজারে বাঘ আছে। ঝালা জানিয়েছেন, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, উত্তরপূর্বের রাজগুলিতে আরো প্রায় হাজার দেড়েকের মতো বাঘ থাকা সম্ভব। তিনি জানিয়েছেন, ভারতে টাইগার রিজার্ভগুলির আয়তন গড়ে ২৩০ বর্গকিলোমিটার। মাপে এগুলি ছোট। সেরেস্কেটি, ইয়েলোস্টোনের মতো বিশাল রিজার্ভ নেই। তার জন্য অসুবিধাও হচ্ছে।

চারবছর আগে বাঘসুমারির পর বলা হয়েছিল, ভারতে দুই হাজার ৯৬৭টি বাঘ আছে। এবার বাঘসুমারির হিসাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, বাঘের সংখ্যা বেড়েছে। এটা শুধু ভারতের নয়, গোটা বিশ্বের কাছে সাফল্যের কাহিনি। মোদীর দাবি, ভারত তার সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রাণিদের সংরক্ষণ করছে। সেজন্যই সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে। তবে বিশেষজ্ঞরা ভারতের ওই সংরক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বেঙ্গালুরুর অশোক ট্রাস্ট ফর রিসার্চ ইন ইকলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের শরৎচন্দ্র লেলে সংবাদসংস্থা এপিকে বলেছেন, ভারতীয় সংরক্ষণ পদ্ধতি মাক্কাতার আমলের। ভারতে মানুষের সঙ্গে বাঘসহ অন্য প্রাণির সংঘাত লেগেই রয়েছে।

জার্মানির হকেনহাইমে দুই শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার

একটি ফ্ল্যাটের ঘর থেকে তাদের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মৃত ওই দুই শিশুর বয়স সাত এবং নয়। দক্ষিণপশ্চিম জার্মানির হকেনহাইম শহর থেকে ওই দুই শিশুর মৃতদেহউদ্ধার করা হয়। পুলিশ দুইটি দেহই ময়নাতদন্তের জন্য

নিয়ে গেছে। ঘটনাস্থল থেকে ৪৩ বছরের এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই নারী দুই শিশুর আত্মীয় বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে তিনি ওই দুই শিশুর মা কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। পুলিশ এবিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চায়নি।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ওই নারী দুই শিশুকে খুন করেছেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কিন্তু তার পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। কেন, কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তাও স্পষ্ট করে জানানো হয়নি। এবিষয়ে পরে আরো তথ্য জানানো হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশের মুখপাত্র।



সাহারী

বাংলা ভাষা শেখার আলাদা শুরু হউক আমাদের চরু থেকে

দেয় গরব মোদের আশা,
আমরি বাঙলা ভাষা।

বাংলা ভাষা

অ া ম া দে র

মাতৃভাষা।বাংলা ভাষা আমাদের

গর্ব ও আমাদের অভিমান,

আমাদের পরিচিতি,আমাদের

মান ও সম্মান।বাংলা ভাষা মধুর

ও সহজ সরল ভাষা।বাংলা ভাষা

পৃথিবীর এক শক্তি শালী ও

সমৃদ্ধ ভাষা।বাংলা ভাষার স্থান

ভারতে দ্বিতীয় ও পৃথিবীতে

পঞ্চম।বাংলা ভাষা ঝাড়খন্ডের

বুনিয়াদি ভাষা।কিন্তু দুঃখের

বিষয় আজ আমরা বঙ্গবাসীরা

আমাদের মাতৃভাষা বাঙলা কে ভুলতে বসেছি।আমি বিশেষ

করে ঝাড়খণ্ডের কথা বলছি।আমরা ঝাড়খণ্ডে ৪২ প্রতিশত

বঙ্গভাষী আছি যাদের মাতৃভাষা বাংলা। অর্থাৎ আমরা বাঙলা

বুধি ও বাঙলায় কথা বলি।কিন্তু দুঃখের বিষয় ঝাড়খণ্ডে রাজ্য

হওয়ার পর থেকে ঝাড়খণ্ডে বাঙলা মিডিয়াম স্কুল সব শেষ

হয়ে গেছে।বঙ্গভাষী ছেলে মেয়েরা হয় হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে

পড়ছে নয় তো ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়ছে। অর্থাৎ বাঙলা

ভাষার বধ হয়ে গেছে যা আজ আমাদের বঙ্গভাষীদের জন্য

চরম হতাশা ও অপমানের বিষয়।আমাদের বংশধরেরা আর

কিছুদিন পরে নিজদের মাতৃভাষা বাঙলা জানবে না,

বাঙলায় কথা বলতে পারবে না।বাঙলা পড়তে ও লিখতে

পারবে না।এর জন্য শুধু মাত্র যে ঝাড়খণ্ড সরকারই দায়ী

তা নয় আমরা বঙ্গভাষীরাও সমান ভাবে দায়ী।এর জন্য

আমরা কেউ বিরোধ করলাম না।সব হাত গুটিয়ে বসে

তামাশা দেখলাম।তাছাড়া আমাদের সবার ধারণা হয়ে গেছে

ইংরেজি স্কুলে না পড়ালে আমাদের ছেলে মেয়েরা মানুষ হবে

না ও তাদের কেরিয়ার তৈরী হবে না।এটা খুবই ভ্রান্ত

ধারণা।আমরা কিন্তু বাঙলা মিডিয়াম স্কুলে পড়ে বাঙলা

শিখেছি, হিন্দি শিখেছি,ইংরেজি শিখেছি আবার সংস্কৃত ও

শিখেছি আবার চাকরি ও পেয়েছি।তাই আমি হিন্দি ও

ইংরেজি বিরোধী নই কারন হিন্দি ভারতের রাজভাষা ও

ইংরেজি অন্তরাষ্ট্রীয় ভাষা তাই হিন্দি ও ইংরেজিকে আমাদের

জানতে হবে ও শিখতে হবে কিন্তু তাই বলে আমাদের

মাতৃভাষা বাঙলাকে ভুলে যাবো ও বাঙলাকে ছেড়ে দেব তা

কখনো হতে পারে না।আর কিছু দিন পরে বাঙালির ঘরে

বাঙলা পাঁজি দেখার লোক থাকবে না বা বাঙলা রামায়ণ,

মহাভারত, ভাগবত,গীতা, ও কথামৃত পড়ার লোক থাকবে

না।যে কোন মানুষের পরিচয় হয় তার ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম

কে নিয়ে।তাই মানুষকে কোন অবস্থাতেই নিজের

ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম কে ভুলে যাওয়া উচিত নয় বা ত্যাগ

করা উচিত নয়। তাই আমি ঝাড়খন্ড সরকারকে অনুরোধ

করবো বাংলা বহুল ঝাড়খন্ড রাজ্যে প্রত্যেক বাংলা মিডিয়াম

স্কুল গুলোতে যা হিন্দি মিডিয়াম এ পরিবর্তিত হয়ে গেছে

পুনরায় সে সব স্কুলগুলোকে বাংলা মিডিয়াম স্কুল করে

পুনরায় বাংলা ভাষায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হউক।আর

বাঙালি মশায়দের অনুরোধ করবো আপনাদের ছেলে

মেয়েদের কে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পাঠানোর মানসিকতা

তৈরি করন।সাথে সাথে যতদিন না পর্যন্ত সরকারি ব্যবস্থা

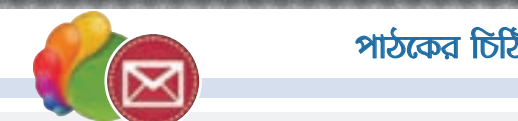
চালু হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত নিজের নিজের ঘরে ছেলেমেয়েদের

কে সরল বর্ণবোধ টা শিখান যাতে তারা বাংলা বলতে

পারে,বাংলা পড়তে পারে ও বাংলা লিখতে পারে।আসুন

সবাই আমরা বাংলা শিখি ও বাংলা শিখাই।আর এই

আন্দোলন শুরু হউক আমাদের ঘর থেকে।



পাঠকের চিঠি

গ্রীষ্মকাল এলোঁ রক্ত সংকট এক চরম আকার নেয়

বিখ্যাত গীতিকার ভূপেন হাজারিকার এই গানটি হয়তো আমাদের অনেকেই শোনা, মানুষ মানুষের জন্যে,জীবন জীবনের জন্যে সতি।ই মানুষ হয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের মানবতার এক পরিচয় বহন করে। রক্ত দান যেন জীবন দান। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত কোনো রোগীকে শুধুমাত্র রক্ত দান নয় যেকোন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে চরম সংকটময় পরিস্থিতিতে রক্তদান করে তাকে বাঁচানো সতি।ই এক চরম মানবিকতার নিদর্শন বহন করে দিনে দিনে বিভিন্ন হাসপাতালের গ্ল্যাডব্যাঞ্চে রক্তের সংকট মোচন করতে আরও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুলোকে এগিয়ে আসা উচিত। আজ চারদিকে রক্তসংকটের চিত্র ফুটে উঠছে। ব্লার্ড ব্যাঙ্কগুলোতে রক্তের ভীষণ সংকট দেখা দিয়েছে। কোনো অসহায় বা মুমূর্ষু কোনো ব্যক্তির রক্তের প্রয়োজন হলে ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয় রোগীর পরিবার পরিজনদের । সাধারণত গরমের সময়ে রক্তের সংকট দেখা দেয় তারপর করে।আরহে । এই পরিস্থিতিতে সতি।ই যেন রক্ত সংকট এক চরম আকার নেয়। সেক্ষেত্রে রক্তের সংকট মেটাতে সাধারণ মানুষদের আরও এগিয়ে আসা উচিত।

শংকর সাহা,দক্ষিণ দিনাজপুর



ইউক্রেন ইস্যুতে জাতিসংঘের তিনটি সংস্থার নির্বাচনে হেরেছে রাশিয়া

মাস্কো : রাশিয়া এ সপ্তাহে জাতিসংঘের তিনটি সংস্থার নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে যাতে এ রকম ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এক বছর আগে ইউক্রেন আক্রমণের বিরোধিতা শক্তিশালী হয়েছে।

জাতিসংঘের ৫৪ সদস্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৩ সদস্যের সাধারণ পরিষদের বাধ্যতামূলক নয় এমন ছয়টি প্রস্তাব অনুমোদনের পর এই ভোট গ্রহণ করা হয়। সর্বশেষ - ২৩ শে ফেব্রুয়ারী, আক্রমণের প্রথম বার্ষিকীর প্রাক্কালে - মস্কোকে শত্রুতার অবসান এবং তার বাহিনী প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং ১৪১৭ ভোট গৃহীত হয়েছিল। ৩২ টি দেশ ভোট দানে বিরত ছিল।

ইকোসক ভোট, রাশিয়া নারীদের স্থিতি সম্পর্কিত কমিশনের একটি আসনের জন্য রোমানিয়ার কাছে বিপুলভাবে পরাজিত হয়। জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের নির্বাহী বোর্ডের



সদস্য হওয়ার জন্য এস্তোনিয়ার কাছেও তারা হেরে যায়। তারা আর্মেনিয়া এবং চেক প্রজাতন্ত্রের কাছে অপরাধ প্রতিরোধ ও ফৌজদারি বিচার কমিশনের সদস্যদের জন্য গোপন ব্যালট ভোট পরাজিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত লিন্ডা টমাস-গ্রিনফিল্ড বুধবারের ভোটের পর বলেন, ইকোসক সদস্যদের কাছ থেকে এটি একটি স্পষ্ট সংকেত যে, জাতিসংঘ সদস্যদের সুষ্পষ্ট লঙ্ঘন করে কোনও দেশের

জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলিতে কোন পদে থাকা উচিত নয়। ইকোসকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ১৪টি কমিশন, বোর্ড ও বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যদের জন্য ভোটাভুটিতে রাশিয়াকে

সামাজিক উন্নয়ন কমিশনে নির্বাচিত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন এ বিষয়ে সম্পৃক্ত না থেকে বলেছে যে, রাশিয়ার আগ্রাসন আন্তর্জাতিক আইন এবং ইউক্রেনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা লঙ্ঘন করে।

রামনবমীর সংঘর্ষ এবার জামশেদপুরে

জামশেদপুর : রামনবমীর পর পেরিয়ে গেছে দুই সপ্তাহ। কিন্তু এখনো উত্তেজনা অব্যাহত। জামশেদপুরে নামানো হলো দাঙ্গাপুলিশ।

রামনবমীর সময় যে গেরুয়া পতাকা টাঙানো হয়েছিল, তাই নিয়ে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল দুই গোষ্ঠী। সংঘাত এতটাই বাড়ে যে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় একটি অটো রিকশাতে। একাধিক দোকানে আগুন দেওয়া হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাসেরশেল ছুঁড়ে প্রাথমিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে দাঙ্গাপুলিশ নামানো হয়। রুট মার্চ করে তারা। পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। স্থানীয় পুলিশ প্রধান প্রভাত কুমার সংবাদসংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, 'যারা রাস্তায় নেমে হাঙ্গামা করছিল, তাদের বাড়ি পাঠানো হয়েছে। গোটা এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।' 'সিংহভূমের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বিজয় যাদব সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বেশ



কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। শান্তি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তারা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কিছু ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং অন্যত্র তারা ভুয়া খবর

প্রচার করেছিল বলে দেখা গেছে। ওই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তারা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ভুয়া খবরে কেউ যেন উত্তেজিত না হন। শনিবার থেকেই উত্তেজনা তৈরি হয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ বাড়খণ্ড সীমানার জামশেদপুরে। রোববারও পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। সোমবার পরিস্থিতি খানিকটা শান্ত হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডে আবার সহিংসতার আশঙ্কা

আয়ারল্যান্ড : উত্তর আয়ারল্যান্ডে শান্তি ফেরাতে ২৫ বছর আগে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফরের আগে নতুন করে উত্তেজনা এড়াতে জোরালো উদ্যোগের অঙ্গীকার করলো ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড।

উত্তর আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় তিন দশকের উত্তেজনা ও সহিংসতা বন্ধ করতে ২৫ বছর আগে 'গুড ফ্রাইডে' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। প্রায় ৩,৫০০ মানুষ সেই হিংসার বলি হয়েছেন। ১৯৯৮ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে আয়ারল্যান্ডের দ্বীপে যুক্তরাজ্যের এই প্রদেশে তখন থেকে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে নেবার কাঠামো চালু আছে। কিন্তু ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করার ফলে সেই শান্তির অন্যতম ভিত্তি নড়ে গেছে। আইরিশ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে উত্তর আয়ারল্যান্ডের স্থলসীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ আগের মতোই

প্রায় অদৃশ্য রাখার উদ্যোগের ফলে উত্তর আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে ব্রিটিশ ভূখণ্ডের মাঝে সমুদ্রে নতুন এক সীমা গড়িয়ে উঠেছে। ফলে প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। প্রোটেস্ট্যান্ট ডিইউপি দল এক বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রাদেশিক সরকারে অংশ নিতে অস্বীকার করে আসছে। সেই জটিলতা কিছুটা কমাতে সম্প্রতি ব্রিটেন ও ইউইএ এক বোঝাপড়ায় এলেও নতুন করে অশান্তির আশঙ্কা দূর হচ্ছে না।

এমনই প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার উত্তর আয়ারল্যান্ড সফরে আসছেন আইরিশ প্রদেশের যোগ্য না দেওয়ায় অবশ্য অচলাবস্থা চলছে। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আইরিশ প্রজাতন্ত্রের প্রতি বিশাল ঋণি সুনাক দুই দেশের সরকারের মধ্যে সেই সহযোগিতার প্রতি বিশাল আন্তর্জাতিক সমর্থনের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, ২৫ বছর আগে সব পক্ষ আপোশ মেনে নিয়ে সব কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেই মনোভাবের প্রতি সম্মান দেখানো উচিত। আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লিও ভারাদকর সুনাকের সঙ্গে মিলে উত্তর আয়ারল্যান্ডে বর্তমানে সেই শান্তি অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে। গত মাসে ব্রিটেনের

এমআইফাইভ গোয়েন্দা সংস্থার এক রিপোর্ট অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ স্বরাষ্ট্রসংবাদে আশঙ্কা তীব্র হয়ে উঠেছে। অদূর ভবিষ্যতেই হিংসা শুরু হবে বলে সেই সংস্থা মনে করছে। এমনকি বাইডেনের সফরের সময়েও হামলার আশঙ্কা দূর করা যাচ্ছে না।

ব্রিটেন ও আইরিশ প্রজাতন্ত্রের ভারতীয় বংশোদ্ভূত দুই প্রধানমন্ত্রী নতুন করে উত্তেজনা এড়াতে জোরালো উদ্যোগের ঘোষণা করেছেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক দুই দেশের সরকারের মধ্যে সেই সহযোগিতার প্রতি বিশাল আন্তর্জাতিক সমর্থনের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, ২৫ বছর আগে সব পক্ষ আপোশ মেনে নিয়ে সব কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেই মনোভাবের প্রতি সম্মান দেখানো উচিত। আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লিও ভারাদকর সুনাকের সঙ্গে মিলে উত্তর আয়ারল্যান্ডে বর্তমানে সেই শান্তি অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় রয়েছে। গত মাসে ব্রিটেনের

গত ২৫ বছরে উত্তর আয়ারল্যান্ডের বাস্তব পরিস্থিতি অনেকটা বদলে গেছে। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ব্যালট বক্সে রাজনৈতিক সমীকরণও আগের মতো নেই। গত আঞ্চলিক নির্বাচনে জয়লাভ করে শিন ফেন দল ক্ষমতায় নেতৃত্ব দিয়েছে। প্রোটেস্ট্যান্ট ডিইউপি দল সরকারে যোগ না দেওয়ায় অবশ্য অচলাবস্থা চলছে। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আইরিশ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে পুনরেকত্রীকরণের আকাঙ্ক্ষাও বেড়ে চলেছে। ফলে 'গুড ফ্রাইডে' বোঝাপড়া নতুন করে চাঙ্গা করতে না পারলে ভবিষ্যতে উত্তর আয়ারল্যান্ড প্রদেশ ব্রিটেনের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা বাড়ছে। স্কটল্যান্ডের পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত নতুন 'ফার্স্ট মিনিস্টার' নতুন করে সেই প্রদেশের স্বাধীনতার প্রয়াস চাঙ্গা করে তোলার অঙ্গীকার করায় ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে।



গানা হতে জার্মানি : একটি হারানো মানিব্যাগের মালিককে খুঁজে বের করার কাহিনী

লামপাডুসা : কালো, রঙচটা, প্লাস্টিকের মানিব্যাগটি পাওয়া গিয়েছিল ইতালির ল্যাম্পাডুসা দ্বীপে। গানা থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার পথ সাথে নিয়ে এসে এটি মনে হয় কেলে দেয়া হয়েছিল। মানিব্যাগটি খোলার পর ভেতরে অনেক কিছুর সঙ্গে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স। রিচার্ড ওপুকুর যে ছবিটি লাইসেন্সের এক কানায়, সেটি থেকে তিনি যেন সরাসরি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। লাইসেন্সটি আরও অনেক ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের সঙ্গে খুঁজে পাওয়া গেছে ল্যাম্পাডুসা দ্বীপের তীরে। ছোট্ট নৌকায় বিপদজনক পথে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে যারা ইউরোপে আসার চেষ্টা করে, তাদের অনেকে এসে নামে এই জায়গাটায়। এখানেই তারা তাদের জিনিসপত্রে ফেলে রেখে যায়। এই মানিব্যাগটি পাওয়া গিয়েছিল কয়েক বছর আগে। এটি দেখে আমার বেশ কৌতূহল জেগে উঠলো এই ড্রাইভিং লাইসেন্সের পেছনে যে গল্প লুকিয়ে আছে, আমার সেটি জানার ইচ্ছে হলো। এই ওয়ালেটটি ছিল একটি সংগ্রহশালায়, যেখানে এরকম আরও বহু মানুষের বিষাদময় স্মৃতির ব্যক্তিগত জিনিসপত্র। প্রতিবছর যে হাজার হাজার মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে উত্তর আফ্রিকা থেকে ল্যাম্পাডুসায় আসার চেষ্টা করে, তাদের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য গড়ে উঠেছে এটি। লাইফজ্যাকেট, রান্নার হাউন্ড, জলের বোতল, কপালে লাগানো যায় এমন টর্ট, ক্যাসেট টেপ তাদের ওপর এবং দেয়ালে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা এরকম অনেক জিনিস। ল্যাম্পাডুসার বন্দরের ঠিক পাশেই এই মিউজিয়াম।



একদল স্বেচ্ছাসেবী ২০০৯ সাল হতে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার্য এসব জিনিস সংগ্রহ করে চলেছে। অনেকে তাদের সঙ্গে মাটিও নিয়ে আসে। তাদের নিজেদের দেশ থেকে, একটি ছোট প্লাস্টিকের প্যাকেট তুলে ধরে বলছিলেন গিয়াকোমো এসফারলাজো। যারা এই মিউজিয়ামটি গড়ে তুলেছে তিনি তাদের একজন। এরকম ছোট কিছু প্যাকেট আমরা খুঁজে পেয়েছি। আফ্রিকায় নিজের দেশের সঙ্গে তাদের বন্ধন কত গভীর ছিল, এগুলো তার প্রমাণ, বলছিলেন তিনি। গিয়াকোমো এরপর একটি বড় ফোল্ডার বের করলেন। ভেতরে অনেক ছবি, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, চিঠি। এর মধ্যেই ছিল মি. ওপুকুর কাগজপত্র। ল্যাম্পাডুসা আসলে ইউরোপের চাইতে আফ্রিকার অনেক কাছাকাছি এই ছোট্ট জেলে এবং পর্যটন দ্বীপে থাকে ছয় হাজারের মতো মানুষ। নতুন জীবনের সন্ধানে যারা সাগর পাড়ি দেয়, তাদের জন্য এই দ্বীপ বহু কাল ধরেই গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য প্রথম পা ফেলার জায়গা। প্রতি বছর ইউরোপে যাওয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পথ পাড়ি দেয়। কেবল এবছরের মার্চ মাসেই তিন হাজারের বেশি মানুষ ল্যাম্পাডুসায় এসে পৌঁছেছে। গত বছরের একই সময় যত মানুষ এসেছিল, এবার তার দ্বিগুণ। ভূমধ্যসাগরের এই অংশটি হয়ে উঠেছে অভিবাসীদের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর রুট। ২০১৪ সাল হতে এই রুটে মারা গেছে বা নিখোঁজ হয়েছে বিশ হাজারের বেশি মানুষ। কিন্তু মি. ওপুকু হয়তো তাদের একজন, যারা বেঁচে গেছেন। কীভাবে তিনি এতদূর এসে পৌঁছেছিলেন, সেটি জানার জন্য আমি গানায় ফিরে যাই। গানার মধ্যাঞ্চলীয় ব্রং আহাফোতে যাই আমি। এখান থেকে বহু মানুষ অভিবাসী হতে বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমায়। এদের অনেকেই যেহেতু উত্তর দিকে যায়, তাদের কারও সাথে হয়তো কখনো মি. ওপুকুর দেখা হয়েছে। ব্রং আহাফোর বহু পরিবার এখনো পর্যন্ত অপেক্ষায় আছে তাদের স্বজনদের খবরের জন্য, যদিও তারা বাড়ি ছেড়ে গেছে বহু বছর আগে। রিটা ওহেনেওয়াহর স্বামী ২০১৬ সালে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ২০১৬ সালে। লিবিয়ার উপকূল হতে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ল্যাম্পাডুসায় যাবে, সেটাই ছিল তার পরিকল্পনা। সেবছরের ডিসেম্বরে লিবিয়া থেকে তিনি শেষবার রিটাকে ফোন করেছিলেন। তারপর আর কোন খবর পাননি। ও আমাকে বলেছিল গানায় যাচ্ছে এমন এক ব্যক্তির মাধ্যমে আমাকে কিছু টাকা পাঠাবে। বলেছিল সেই সাথে একটি মোবাইল ফোন এবং ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু কাপড়চোপড়ও পাঠাবে। সেদিন সকালে এবং বিকেলে দুবার কথা হয়। তারপর আজ পর্যন্ত আর ওর সঙ্গে কথা হয়নি। রিটার মতোই মি. ওপুকুর জন্যও নিশ্চয়ই একজন স্ত্রী বা কোন আত্মীয় অপেক্ষায় আছেন। গানার রাজধানী আক্রায় গিয়ে আমি মি. ওপুকুর ব্যাপারে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তথ্য সূরক্ষা আইন এবং নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আমার সেই চেষ্টা বারে বারে আটকে যাওয়ার আমাকে হতাশ হতে হয়। তবে অনেক চেষ্টার পর অবশেষে একটা পথ খুঁজে পাওয়া গেল। গানার ইমিগ্রেশন সার্ভিসের 'ডকুমেন্ট ফ্রড এন্ডপার্টাইজ সার্ভিসের' ফ্রাংক আপ্রন্টি আমাকে এই ড্রাইভিং লাইসেন্সটি যার, তার এক আত্মীয়ের একটি ফোন নম্বর খুঁজে দিলেন। এটি ছিল মি. ওপুকুর বানোয়াট নাম্বার। তার মাধ্যমে যোগাযোগ হলো। ওপুকুর সঙ্গে। তিনি জানানেন, তিনি জীবিত এবং এখন জার্মানিতে বসবাস করছেন। আমি যখন মি. ওপুকুকে ফোন করে জানালেন, ল্যাম্পাডুসায় আমি তার ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছি, তখন তিনি খুবই অবাক হলেন। তিনি এটি হারিয়েছিলেন ২০১১ সালে, এবং কখনো ভাবেননি যে এটি আবার খুঁজে পাওয়া যাবে। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ড্রাইভিং লাইসেন্স তার সঙ্গে শেয়ার করেছি, ততক্ষণ তো তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে এটি আমার কাছে আছে। শেষ পর্যন্ত আমি জার্মানিতে যাই তার সঙ্গে দেখা করতে। জার্মানির উত্তরাঞ্চলীয় শহর ব্রেমেনে শীতের এক বরফশীতল সকালে তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন তার এক বেডরুমের আপার্টমেন্টে। ৪০ বছর বয়সী মি. ওপুকু এমন কাজ করেন ফর্কলিফট ট্রাক ড্রাইভার হিসেবে। গানায় থাকার সময় তিনি কিছুদিন অবৈধ স্বর্ণখনি শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছিলেন। গানায় এদের বলা হয় গ্যালামাসি। তিনি এই কাজ করেছিলেন ইউরোপে পাড়ি জমানোর খরচ জোগাড়ের জন্য। খনিতে যেসব সুড়ঙ্গে তারা কাজ করতেন সেগুলো বেশ বিপদজনক, মাঝেমাঝেই ধসে পড়ে। এরপর ২০০৯ সালে যখন তিনি ইউরোপে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি জানতেন এই পথে কত রকমের ঝুঁকি আছে। কিন্তু তার মনে হয়েছিল, গানায় তার কাজে যে ঝুঁকি, তার চেয়ে এই ঝুঁকি সেরকম বেশি কিছু নয়। তিনি ইউরোপের যাওয়ার পথে বিভিন্ন অঞ্চল হয়ে গেছেন, যাতে চলার পথেও কিছু অর্থ উপার্জন করা যায়। প্রথমে তিনি যান বেনিনের কোটোনুতে। সেখান থেকে নাইজেরিয়ার লাগোসে। এই বিশাল শহরে তিনি একটি স্কুটারে করে যাত্রী পরিবহনের কাজ করতেন। লাগোস থেকে তিনি আবার কোটোনুতে ফিরে আসেন, এরপর যান প্রতিবেশী দেশ নিজেরে। সেখানে দু মাস কাজ করেন একটি রেস্টুরেন্টে। তবে তার জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ছিল একটি গাড়িতে করে নিজের থেকে মক্কাভূমি পাড়ি দিয়ে লিবিয়ায় যাওয়া। তিনি তার গাড়ি ভাড়া মিটিয়েছিলেন নাইজেরিয়া এবং নিজেরে কাজ করে উপার্জন করা অর্থ দিয়ে। তিনি খুব অবাক হয়েছিলেন, যেখানে কোন রাস্তার নিশানা পর্যন্ত নেই, সেখানে ড্রাইভার কিভাবে কোন পথে যেতে হবে, তা বুঝতে পারছিল, সেটা দেখে। পথে মাঝে মাঝে আমরা এরকম অনেক গ্রুপের দেখা পেয়েছিলাম, ড্রাইভার সহ যাদের ৩৫ জনই মারা গেছে, বলছিলেন তিনি। এরা হয়তো পিপাসায় মারা গেছে, তবে তিনি নিশ্চিত নন। এই পথে যাত্রার সময় জল স্বর্ণ বা হিরের চেয়েও মূল্যবান। পুরো দিনে আপনি হয়তো একবার বা দুবার জল পান করতে পারবেন, সেটাও একটা ছোট্ট চুমুক। চাড়ের সীমান্তে দুর্বৃত্তরা তাদের গাড়ি আটকালো, এরপর লাইসেন্সের সব কাপড়চোপড় আর অর্থ লুট করলো। মি. ওপুকু তার টাকা শরীরে লুকিয়ে রেখেছিলেন, ফলে সেটা ওরা খুঁজে পায়নি। লিবিয়া পৌঁছানোর পর আবার বিপদ শুরু হলো। তাকে অপহরণ করা হলো মুক্তিপণের জন্য। অর্থের জন্য তিনি কোন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না বলে তাকে সাংঘাতিক মারধোর করা হলো। শেষ পর্যন্ত লিবিয়ার এক নারী, যিনি একজন গৃহকর্মী খুঁজছিলেন তিনি মুক্তিপণ দিয়ে মি. ওপুকুকে নিয়ে গেলেন। এরপর ২০১১ সালে, গানা ছেড়ে আসার দুবছর পর লিবিয়ায় যখন মুয়াস্মার গান্দাফির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়, তখন মি. ওপুকু ত্রিপলি থেকে একটি নৌকায় উঠলেন ল্যাম্পাডুসা যাওয়ার জন্য। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের মাঝে এসে তাদের নৌকার ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। মি. ওপুকু এবং তার সহযাত্রীদের তখন নির্ভর করতে হচ্ছিল বাতাসের ওপর। শেষ পর্যন্ত ইতালির কোস্টগার্ড এসে তাদের উদ্ধার করে। তাদের নৌকায় যখন ল্যাম্পাডুসার তীরে এসে থামলো, তখন তিনি তার ড্রাইভিং লাইসেন্সটি হারিয়ে ফেলেন। সেখানে তাদের প্রথমে একটি শিবিরে রাখা হয়। এরপর সিসিলিতে অভিবাসীদের এক কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পরিকল্পনা ছিলো সেখান থেকে জার্মানিতে যাবেন। কারণ নিজের দেশের অন্য মানুষদের কাছে শুনেছিলেন, জার্মানি থাকার জন্য একটা ভালো দেশ। তবে ইতালিতে থাকা অবস্থাতেই তিনি আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেন। প্রথমে তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। পরে অবশ্য তিনি ইউরোপে থাকার অনুমতি পান। কারণ তখন জাতিসংঘ ইতালিকে বলেছিল, যারা ২০১১ সালে লিবিয়ার অশান্ত পরিস্থিতির সময় পালিয়ে এসেছিল, তাদের যেন এক বছর থাকার অনুমতি দেয়া হয়। তবে মি. ওপুকুর এসব তথ্য আমার পক্ষে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।



বাতাসে আঁপুনের হস্কা, তাগমাত্রা বাড়বে আরও অন্তত এক সপ্তাহ

ঢাকা : বাংলাদেশে গত কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে এবং আবহাওয়া অফিস বলছে তাপমাত্রা বাড়ার এ প্রবণতা আরও অন্তত এক সপ্তাহ অব্যাহত থাকতে পারে। আবহাওয়া অফিস তাদের পূর্বাভাসে আজ রোববার জানিয়েছে যে সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। রবিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় ৩৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

দেশে বর্তমান ‘হালকা থেকে মাঝারি মাত্রার’ দাবদাহ বইছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ বজলুর রশীদ।

ফলে সকালের দিকে তাপমাত্রা কম থাকলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড গরম অনুভূত হচ্ছে।

রাতের তাপমাত্রা এখনও কম। কিন্তু আগামী কয়েকদিনে রাতের তাপমাত্রাও বাড়তে পারে। মোট কথা এখন যে তাপমাত্রা আরও সপ্তাহখানেক সময়জুড়ে ধীরে ধীরে বাড়বে, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. রশীদ।

আবহাওয়া অফিসের বুলেটিনে বলা হয়েছে খুলনার কিছু অংশে তাপমাত্রা ৬৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের কিছু অংশে দিনের বেলায় তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে উচ্চ তাপমাত্রার পাশাপাশি আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে ৮৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

বজলুর রশীদ বলছেন যে এখনো আভ্রতা কম থাকায় গরমের তীব্রতা অনুভূত হচ্ছে না কিন্তু রোদে গেলে গরম লাগবে।

রোববার আবহাওয়া অফিসের বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে, এই মুহূর্তে ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এবং রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, চাঁদপুর, নোয়াখালী, ফেনী, কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলার ওপর দিয়ে হালকা থেকে মাঝারি মাত্রার তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং আগামী দিনেও তা অব্যাহত থাকতে পারে।

বজলুর রশীদ বলছেন এখন বৃষ্টি নেই কারণ বৃষ্টি হয়ে গেছে মার্চ মাসে আর এপ্রিল এমনিতেই উষ্ণতর মাস। এসব মিলিয়ে দাবদাহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশে গত কয়েক বছর ধরে দাবদাহ বা তাপমাত্রা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও নতুন নতুন রেকর্ড হচ্ছে।

২০২১ সালের ২৫শে এপ্রিল ২৬ বছরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙে তাপমাত্রার ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড হয়েছিলো বাংলাদেশে এবং ওইদিন দেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছিলো ৪১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসেবে এর আগে ২০১৪ সালে চুয়াডাঙ্গায় ৪২ ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিলো।



বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মতে একটি জায়গার দৈনিক যে গড় তাপমাত্রা সেটি ৫ ডিগ্রি বেড়ে গেলে এবং সেটি পরপর পাঁচদিন চলমান থাকলে তাকে হিটওয়েভ বলা হয়।

তবে অনেক দেশ এটিকে নিজের মতো করেও সংজ্ঞায়িত করেছে।

সার্বিকভাবে তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রির ওপরে ওঠলে শরীর নিজেকে ঠাণ্ডা করার যে প্রক্রিয়া সেটিকে বন্ধ করে দেয়। যে কারণে এর বেশি তাপমাত্রা হলে তা স্বাস্থ্যবান লোকের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

আবহাওয়া বিভাগ বলছে যে তারা তাপমাত্রা বেড়ে ৩৬ থেকে ৩৮ ডিগ্রি হলে সেটিকে মৃদু হিটওয়েভ, ৩৮-৪০ ডিগ্রি হলে মধ্যম মাত্রার হিটওয়েভ, ৪০-৪২ ডিগ্রি হলে তীব্র বা মারাত্মক এবং ৪২ ডিগ্রির বেশি হলে অতি তীব্র হিটওয়েভ হিসেবে বিবেচনা করে।

এ হিসেবে চুয়াডাঙ্গার ওপর দিয়ে এখন মধ্যম মাত্রার দাবদাহ বইছে। প্রায় একই ধরনের দাবদাহ বইছে রাজশাহীর ওপর দিয়েও। সেখানে আজ ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে।

ভাই অসহ্য গরম। মনে হয় গায়ের চামড়া উঠে যাচ্ছে, চুয়াডাঙ্গা থেকে বলছিলেন সফি উদ্দিন আহমেদ নামের একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী।

আবহাওয়া দপ্তরের হিসেবে বাংলাদেশে হিটওয়েভ বা দাবদাহ শুরু হয় ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে। তবে এটা আসলে গুরোটো নির্ভর করে মানবদেহের খাপ খাইয়ে নেয়ার সক্ষমতার ওপর।

রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, জার্মান রেড ক্রস এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের এক গবেষণায় ৪৪ বছরের তাপমাত্রার একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে এপ্রিল, মে ও জুন মাসে ঢাকায় সবচেয়ে বেশি গরম

অনুভূত হয়। আবার অগাস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে দেশের কোন কোন জায়গায় বেশ গরম অনুভূত হলেও সেটি তাপপ্রবাহ বা হিটওয়েভের পর্যায়ে যায় না। তবে সাম্প্রতিক এক পর্যালোচনায় আবহাওয়া অধিদপ্তর দেখেছে যে মধ্য মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে তাপমাত্রা বাড়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে গত কিছুদিন ধরেই আবহাওয়ার ‘বিচিত্র আচরণ’ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মার্চ মাসের শেষের দিকে সাধারণত গরম অনুভূত হবার কথা থাকলেও এবার প্রায় সারাদেশেই বৃষ্টির সাথে ঝড়ের খবর পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশে মার্চ, এপ্রিল ও মে এই তিনমাসকে বর্ষা পূর্ব মৌসুম হিসেবে ধরে থাকে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

এই তিনমাস সাধারণত স্থানীয়ভাবে বজ্রমেঘ তৈরি হয়ে বৃষ্টি নামায়। কখনো কখনো দেশের বাইরে আশপাশ থেকেও বজ্রমেঘ তৈরি হয়ে এসে বাংলাদেশের আকাশে পরিপক্বতা লাভ করে। এরপর থেমে থেমে বৃষ্টি হয়।

কিন্তু আবহাওয়া অফিস বলছে, এবারে মার্চ মাসে বেশ ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রমেঘ উঠে যাচ্ছে, চুয়াডাঙ্গা থেকে বলছিলেন এপ্রিল মাসে ১২ থেকে ১৩ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানে। একই সাথে তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পায়।

মানবশরীরের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকে, কিন্তু তার জন্য সুদিন বা শীতল তাপমাত্রা হচ্ছে ২০ থেকে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের

মধ্যে। আর বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলে মানবশরীরের সহ্যসীমার মধ্যে থাকে। কিন্তু তাপমাত্রা এবং বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ এর চেয়ে বেশি হলে মানবশরীর সহ্য করতে পারে না।

তখন নানারকম অসুস্থি ও সমস্যা দেখা যায়।

এমনকি তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হলে মানুষের হিটস্ট্রোক হবার আশংকা বেড়ে যায়। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় বেশি করে জল ও জলজাতীয় খাবার খেতে হবে। আর সূর্যের আলো থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে হবে।

এছাড়া ঘর ঠাণ্ডা রাখা ও ঢিলে ঢালা আরামদায়ক সূতি কাপড়ের পোশাক পরিধানের পরামর্শ দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রচণ্ড গরমে সাধারণত অতিরিক্ত ঘামের কারণে পানিশূন্য হয়ে পড়ে মানুষের শরীর।

জলশূন্যতার কারণে দ্রুত দুর্বল হয়ে যায় মানুষ। এছাড়া বদহজম ও পেট খারাপ এবং জলবাহিত নানা ধরনের রোগ বলাই হতে পারে এ সময়।

রোটাভাইরাসসহ বিভিন্ন ভাইরাসজনিত পাতলা পায়খানা হতে পারে।

মাথা ঘোরা এবং বমিভাব, কারো ক্ষেত্রে বমিও হতে পারে।

এধরনের অসুস্থতা সাধারণত একটু সতর্ক হলে এড়িয়ে চলা সম্ভব।

কিন্তু অতিরিক্ত গরমে যদি কারো শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, দুর্বলতা, মাথা ঝিমঝিমভাব হয় কিংবা মাথা ঘুরে পড়ে যায়, তাহলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মধ্যে গোলাগুলি নিহত ৮

ঢাকা (প্রতিনিধি): বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা বান্দরবানের দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় উগ্রবাহী সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় কমপক্ষে ৮জন নিহত হয়েছে। তাদের পরনে বিশেষ পোশাক রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে ৮ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে রোয়াংছড়ি থানায় নিয়ে আসার কথা জানিয়েছেন ওসি আবদুল মান্নান। তিনি জানান, রোয়াংছড়ি উপজেলা থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে সীমান্তবর্তী দুর্গম এলাকা খামতাংপাড়া। এখানেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে পাহাড়ি উগ্রবাদী সংগঠন ইউপিডিএফ ও কুকিচিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) সদস্যদের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে ধারণ করছে রোয়াংছড়ি থানার ওসি আবদুল মান্নান। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে শুক্রবার ঘটনাস্থল থেকে ৮জনের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। গোলাগুলির ঘটনায় আতঙ্কে রোয়াংছড়ি ও রুমা উপজেলার

সীমান্তবর্তী খামতাংপাড়া এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়েছে। ওই এলাকার ২০টির মতো পরিবার আশ্রয় নিয়েছে রুমা উপজেলা সদরে। নারীশিশুসহ ১৮৩ জন এসে আশ্রয় নিয়েছেন রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরে। সেনাবাহিনীর বান্দরবান সদর জেনের কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ফাহিম সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল খামতাংপাড়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম বেড়ে চলেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা কেএনএফের সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও উৎপাতে থাকতে না পেয়ে ২০টির পরিবারের নারীশিশুসহ ১৮৩ জন সদস্য সেনাবাহিনীর রোয়াংছড়ি ক্যাম্পে চলে এসেছেন। বেসামরিক প্রশাসনের সহযোগিতায় সেনাবাহিনী তাদের থাকা এবং খাবারের ব্যবস্থা করেছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের আশ্রয়ে রাখা হবে। এর আগে গত ১২ মার্চ রোয়াংছড়ির দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় কেএনএর সশস্ত্র সন্ত্রাসী দলের অতর্কিত গুলিবর্ষণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার নাজিম উদ্দিন নিহত হন এবং আহত হন দুই সেনাসদস্য।



বঙ্গ সমাজের চিন্তন শিবির ডালুবাঙ্গা স্থিত মিষ্টি ইন হোটেলে সম্পন্ন হল

সরাইকৈলা : বঙ্গ উসব সমিতি (কোলহানের) ব্যবস্থাপনায় আজ ৯ ই এপ্রিল,রবিবার,২০২৩ বঙ্গ সমাজের চিন্তন শিবির ডালুবাঙ্গা স্থিত মিষ্টি ইন হোটেলে সম্পন্ন হয়। পূর্ব সিংহভূম - পশ্চিম সিংহভূম - সরাইকৈলাখারসোয়া জেলার বঙ্গীয় সংস্থার প্রতিনিধি সহ অঞ্চলের গুণী জনেরা চিন্তন শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। চিন্তন শিবিরের সূচনা রাজ্যের সম্মানীয় শিক্ষা মন্ত্রী সদ্যপ্রয়াত স্বর্গীয় শ্রী জগদীশনাথ মাহাতো মহাশয়ের স্মৃতিতে ১ মিনিটের নীরবতা পালন ও শ্রদ্ধার্থী অর্পনের মাধ্যমে করা হয়। শিবিরে মূলতঃ বঙ্গ একীকে চিরস্থায়ী করার পদ্ধতি প্রসঙ্গে এবং বঙ্গ ভাষীরা যে সকল অধিকার ও পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেই সব কিছু পুনঃ প্রাপ্তির জন্য বঙ্গীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা মতামত - প্রস্তাব আদান - প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আগামীদিনে সামাজিক সুরক্ষা,সংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির উপযুক্ত পদক্ষেপ বঙ্গীয় সংস্থার প্রতিনিধিরা কার্যের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবেন। সভায় উপস্থিত বঙ্গীয় সংস্থাগুলো নিম্ন লিখিত : ১) সৌরী কুঞ্জ (ঘাটশিলা), ২) বাঙ্গালী সেবা সমিতি (চাইবাসা), ৩) বেঙ্গলি এসোসিয়েশন (সিনি), ৪) মাতাজী আশ্রম (পোটকা), ৫) সিংভূম বঙ্গীয় এসোসিয়েশন (আদিত্যপুর), ৬) বেঙ্গল ক্লাব (সাকচি), ৭) বিবেকানন্দ মিলন সঙ্ঘ (পরশুডিহ), ৮) অমল সঙ্ঘ (সিদগোরা), ৯)আনন্দম পাঠ চক্র (জামশেদপুর), ১০) নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (জামশেদপুর শাখা), ১১) নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (টানগনগর শাখা), ১২) মিলনী (বিস্টুপুর), ১৩) নিউ ফার্ম এরিয়া দুর্গা পূজা কমিটি (কদমা), ১৪) সবুজ কল্যাণ সঙ্ঘ (টেকো), ১৫) প্রতীক সংঘর্ষ ফাউন্ডেশন (জামশেদপুর), ১৬) সৌরভ (পরশুডিহ), ১৭) জুগলালাই দুর্গা বাড়ি, ১৮) সুভাষ চন্দ্র মিলন সঙ্ঘ (হলুদবনি), ১৯) গোবিন্দপুর দুর্গা বাড়ি (গোবিন্দপুর), ২০) ইউনাইটেড সেক্টর আদি দুর্গাবাড়ি (পরশুডিহ), ২১) বন্ধন (জামশেদপুর), ২২) জামশেদপুর দুর্গাবাড়ি, ২৩) ইভিনিং ক্লাব (টিনপ্লেট), ২৪) খাসমহল স্পোর্টিং ক্লাব (খাসমহল) ২৫) কুস্তকার সমাজ সেবা নিকেতন (বড়ো গমারিয়া), ২৬)শিক্ষা সমিতি, ২৭) সুরি সমাজ উত্থান সমিতি (পোটকা), ২৮) মিলন সমিতি (বাগুনগর), ২৯) বঙ্গীয় কৃষ্টি (টেকো), ৩০) সিভিল সোসাইটি, ৩১) গড়াই তেলি কল্যাণ কেন্দ্রীয় সমিতি, ৩২) বীণাপাণি সঙ্ঘ (বড়ো গোবিন্দপুর), ৩৩) বঙ্গভাষা পুনরুত্থান সমিতি (পটমদা) ৩৪) বৈষ্ণব সমাজ সমিতি (ডোমজুড়ি), ৩৫) বঙ্গবন্ধু (এসো পাশে দাঁড়াই)



সুবহ কী সুনহরী শুরুআত

अब नये तैवर में

राष्ट्रीय खबर अब बांग्ला में भी

জাতীয় খবর

indiYfashion

-Es todo sobre la moda india-

CAMBIA TU ESTILO DE VIDA

CON NUEVA TENDENCIA

ELIJA SU ESTILO

Nueva colección

RASIKA

Clothing Line

Made in India

IMPORTACIÓN DIRECTA DE INDIA

Envolver Las Faldas

Blusas, Top y Camisa

Vestidos, Completo, Corto y Superior

Falda y Pantalones

COMPRA AHORA

www.indiyfashion.com

NUEVAS COLECCIONES

• Ropa India y Accesorios

• Vestido, Vestido Superior

• Faldas, Partalon

• Cubieratade cousion, Zapatos, Lámpara

• Bolso/Cartera Y otros Accesorios

.....y muchos más

IMPORTACION/VENTA DE ROPA INDIA Y ACCESORIES

SALVADOR SANFUENTES # 2647, MALL PLAZA LILA MALL, LOCAL No. 201

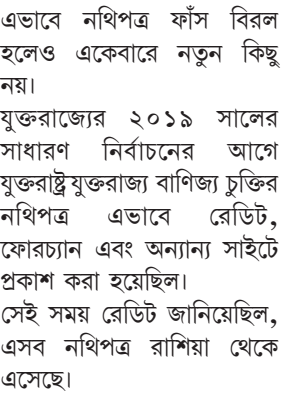
Fono :- 932930142, WhatsApp : +91 9958050095

https://www.facebook.com/INDIYFASHION/

Akki Media y Ropa India spa


IMPORTADORA

পাতকোষ দিশোষ মাঝি পরগনা মহালের ২১ তম তিন দিবসীয় বার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন হল



নর নারী পাইলটের দেশ
জালিয়াতি করে বাংলাদেশের

যার জালিয়াতির তদন্তে যখন করেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের চিফ অব ট্রেনিং ক্যাপ্টেন সাদিকুল হক অভিযোগে তাকে ও চাকরিচ্যুত করে দেশ ছাড়েন এই নারী পাইলটরা। পাইলট হয়েছেন। অভিযোগ আহমেদের কমান্ডার পাইলট কর্তৃপক্ষ। বিমান যখন ঘটনা বাংলাদেশ বিমানকে ইমেইলে অসুস্থতার কথা জানিয়েছে ইমেইল পড়ে পাইলট হয়েছিলেন সাদিকুল হক জানিয়েছিলেন, তাকে প্রাউন পারবেন না। প্রসঙ্গত, বিমান বিভাগের শিক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও জাল শিক্ষাসনদ জমা দিয়ে পাইলটদের অবশ্যই এইচএসসি সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা গার্লস কলেজ থেকে মানবিক বিভাগ থেকে পাস করেছেন



Publish your
Rashtriya
class

